১৮ বর্ষ। ভাদ্র। ৫ম সংখ্যা।

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শকাব্দাঃ ১৮৩৩।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵

সূচী।

বর্ত্তমান সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীসারদা [illegible] ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেদারনাথ ভারতী, শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সামাজিক, শ্রীঈশান চ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, তারাদর্শক, শ্রীবরদাকান্ত দেব, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, সম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৮শ বর্ষ, ১৮শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩১৮ সাল, ১৮৩৩ শকাব্দাঃ।

দ্রোণাশ্রম।

পুরাণে যে সকল সিদ্ধাশ্রমের নাম ও মহিমা কীর্ত্তিত আছে, কালে তাহার অধিকাংশের লোপ হইয়া গিয়াছে। পুণ্যভূমি অযোধ্যায় সরযূ-কূলে, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের যে আশ্রম "নৈমিষারণ্য" নামে বিখ্যাত ছিল, আজি তাহা হিংস্র-শ্বাপদকুলে পূর্ণ ঘোরারণ্য! পুণ্য-তোয়া-গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-কূলে প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগের ভরদ্বাজাশ্রম, এক সময়ে মহিমান্বিত ছিল, পরে সঙ্গমস্থান তাহাকে বহুদূরে ফেলিয়া উজাড় করিয়া রাখিয়াছিল; এখন বৃটিশ-পতাকার অধীনে আসিয়া তাহা 'কর্ণেলগঞ্জের গোশালা'য় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যদেশের এই দুইটী পুরাতন আশ্রম ব্যতীত অন্যান্য আশ্রমের নাম পর্য্যন্ত আর কোথাও জানিতে পাওয়া যায় না!

ভারতপূজ্য পুরাতন ঋষিদিগের অধিকাংশ আশ্রম হিমালয়-প্রদেশে, তন্মধ্যে কেদারখণ্ডে বদরিকাশ্রম—ব্যাসদেবের আশ্রম—সুদূর উত্তর-হিমাচলে, গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থল শিবালয়ে দ্রোণাশ্রম, জালন্ধরপীঠে ত্রিগর্ত্ত দেশে সিদ্ধাশ্রম, এবং কাশ্মীর-প্রদেশে ভৃগুমুনির আশ্রম প্রধান ও প্রসিদ্ধ! ইহার মধ্যে বদরিকাশ্রম তীর্থস্থানে পরিণত হওয়ায় তাহার চিহ্ন অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শিখগুরু রাম রায়ের আশ্রম-স্থান দেহরাদুনে উপত্যকাভূমিতে ইংরাজ-দিগের স্বাস্থ্য-নিবাস সংস্থাপিত হওয়ায় সিবিলিয়ান মিঃ জি, আর, সি, উইলিয়ম (Mr. G. R. C. Willeams B. A. Bengal Civil service.) গবর্ণমেণ্টের আদেশে, "Historical and Statistical Meaoir of Dehra Doon" 'দেহরাদুন পুরাতত্ত্ব' নামে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দেহরাদুনকেই প্রাচীন "দ্রোণাশ্রম" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই আশ্রমের কোন চিহ্ন কোথাও দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধাশ্রমের রমণীয় শোভা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তাহা এখন জনশূন্য ঘোরারণ্যে পরিণত। কাশ্মীর-প্রদেশে অমরনাথ

নামক তীর্থের পথে, দণ্ডকারণ্য নামে একটী ঘোরদর্শন অরণ্য মধ্যে ভৃগুমুনির আশ্রম; সেই আশ্রম এখন জনশূন্য অরণ্যে পরিণত। সেই আশ্রমস্থিত উৎসের জল অতি শীতল ও তৃপ্তিকর। সেখানকার প্রকৃতির শোভা দেখিলে চিত্ত সহজে সমাধিস্থ হইয়া আইসে এবং ভগবান্ রামচন্দ্র ও মনস্বী ভৃগুর মাহাত্ম্যে মনের ভাব সহজে অনুভব করা যায়। দূরতা এবং দুর্গমতা নিবন্ধন, অমরনাথ দর্শনার্থী যাত্রী ব্যতীত, ও বৎসরে একবার ব্যতীত, এপথে আর কেহই গমনাগমন করে না। পুরাতন আশ্রম সকলের এই সকল দুরবস্থা দেখিলে মনোমধ্যে বড়ই ক্ষোভের উদয় হয়।

মনোমহেশ তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলে, দেহরাদুনের বন্ধুগণ আমাদিগকে দ্রোণাশ্রম দর্শনে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস—বর্ত্তমান দেহরাদুনই পুরাতন দ্রোণাশ্রম। ভ্রমণকারীগণ সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হইবে, তাঁহারা কেহই কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে যত্ন পান নাই; কিন্তু বর্ত্তমান দেহরাদুন্ যে দ্রোণাশ্রম, তাহা পাঠকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে যত্ন পাইয়াছেন। তাহার পর পাঠকেরা সেই কথায় নির্ভর দিয়াছেন। আমরা তাহার তথ্য নির্ণয় করিতে যত্ন পাইয়া—হতাশ্বাস হইয়া পড়িলাম। তাহার পর পুরাণশাস্ত্র মন্থন করিতে গিয়া, তাহা হইতে কি উদ্ভূত হইল, পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে।

মহাভারত—সম্ভবপর্ব্ব ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ে—

প্রশ্ন। ধনুর্ব্বেদপারগ দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, কি প্রকারে অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন, কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকট আগমন করিলেন? * * * * *

উত্তর। ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ 'হিমালয়' নামে পর্ব্বত আছে, তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন, তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরোগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনমদদীপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইলেন। দুর্জ্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ এক দ্রোণ (অর্থাৎ কলসের) মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ, দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া, ঐ পুত্রের নাম 'দ্রোণ' রাখিলেন।

দ্রোণ ক্রমে ২ সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রতাপশালী অস্ত্রবিদের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসম্ভূত 'অগ্নিবেশ' নামক তপোধনকে এক অস্ত্র দিয়াছিলেন; এক্ষণে ঐ তপোধন সেই আগ্নেয় অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন।

পৃষত নামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরমসখা ছিলেন। তাঁহার 'দ্রুপদ' নামে এক সন্তান জন্মে। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র

ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দ্দিনানন্তর নৃপতি পৃষত পরলোক প্রাপ্ত হইলে, মহাবাহু দ্রুপদ সমুদায় উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ২ সমস্ত বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেন। তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। কিয়দ্দিন পরে দ্রোণ মহাশয়, পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্খায় শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী দমগুণযুক্তা অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ইঁহার গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামা নামে পুত্র জন্মে। * * *

এক সময় * * মহাত্মা পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত হইয়া রামের নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র সমুদায় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রতচারী তপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, যে, * * জমদগ্নিকুমার একবারে সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্রত্য বাসে অবস্থিতি পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। তখন ভরদ্বাজ-নন্দন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি ধনাকাঙ্খায় আপনার নিকট আসিয়াছি। তদুত্তরে ভগবান্ পরশুরাম তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণ ও স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে? দ্রোণ কহিলেন ভগবন্! আমাকে বিবিধ অনন্তধন প্রদান করুন! রাম কহিলেন * * আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ছিল, সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, * * এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্র মাত্র আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রয়োগ সংহারসমবেত আপনার অস্ত্র সমুদায় আমাকে প্রদান করুন। পরশুরাম 'তথাস্তু' বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ও রহস্য সমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। * দ্রোণ এই রূপে * অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রীতমনে প্রিয়সখা দ্রুপদ সমীপে গমন করিলেন।

তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী দ্রোণ, মহারাজ দ্রুপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন "রাজন্! আমি তোমার সখা।" ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দ্রুপদ রাজা দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না; প্রত্যুত রোষকষায়িত লোচনে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে 'সখা' বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না। হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন,

নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তুমি সেই পুরাতন সৌহার্দ্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল, তাহা কেবল অর্থ-নিবন্ধন মাত্র। যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ হইবার নয়, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; অতএব তুমি কিজন্য পূর্ব্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ? হে ব্রাহ্মণ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ, তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্য সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। হে বিপ্র! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথির সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?

মহাতেজাঃ দ্রোণ, দ্রুপদের এই কটূক্তি শ্রবণে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইলেন এবং সেইক্ষণেই দ্রুপদরাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরিভাব জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনা-নগরে আগমন পূর্ব্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। * *

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমন-পূর্ব্বক মিলিত হইয়া লৌহ-গুলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমস্তিব্যাহারে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে। গুলিকোদ্ধরণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে বালকবৃন্দ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদের ক্ষত্রবলে ধিক্ এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যেহেতু তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি লৌহগুলিকা এবং এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষীকা দ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও।' এই বলিয়া আপনার অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে এ গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন। দ্রোণ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে ২ এক-মুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন—'এই যে ঈষীকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ। একটী ঈষীকা দ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটি দ্বারা এবং তাহা অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব। এইরূপে ক্রমে ২ একটি দ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।'

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকামুষ্টি দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞা-নুরূপ কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, 'বিপ্রর্ষে! আপনার অঙ্গুরীয়কটী শীঘ্র উত্তোলন করুন।' তখন মহাশয়ঃ দ্রোণাচার্য্য হস্ত হইতে ধনুঃশর লইয়া কূপ মধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, 'হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে অভিবাদন করি; আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে, অতএব মহাশয় আপনার পরিচয় প্রদান ও কর্ত্তব্যবিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।' দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'হে বালকগণ! তোমরা ভীষ্মের নিকট যাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে, 'সেই মহাতেজাঃ এস্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন।' কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম সবিশেষ বর্ণন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম, কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি একজন সুশিক্ষিকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণ-সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া সদর সম্ভাষণ কুশলপ্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ, ভীষ্মের বচনাবসানে পূর্ব্বের কথা বিবৃত করিয়া ধনুর্ব্বেদশিক্ষার জন্য মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট কিরূপ বহুবৎসর বাস করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে পঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র মহাবল দ্রুপদ তাঁহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিয়া শিক্ষা ও বন্ধুত্বলাভ করিয়া, রাজা হইলে কিরূপে তাহার পরিচর্য্যা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পর রাজ্যলাভ হইলে প্রহৃষ্ট মনে তাঁহার নিকট গমন করিলে কতদূর লাঞ্ছিত হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনানগরে উপনীত হইয়াছেন, আনুপূর্ব্বীক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন্! শরাসনের গুণ মোচন করুন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্‌রূপে অস্ত্রশিক্ষা করান, এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতি-প্রসন্ন মনে পরমসুখ ভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য—সমস্তই আপনার অধীন হইবে; আপনিই রাজা; কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন। হে ব্রাহ্মণ! আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এ স্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ করিয়াছেন।'

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, মহানুভব ভীষ্ম

কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া, পরম সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইলে, ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্য-সম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদন করিলে, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে 'অন্তেবাসী' বলিয়া স্বীকার করিয়া, নির্জ্জনে কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর।" তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুনন্দনগণ সকলেই মৌনভাব অবলম্বন করিলেন; কেবল অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের অঙ্গীকার-বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীতি-প্রফুল্লমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বার ২ তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজকুমারদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষাদান করিয়া, কৃতবিদ্য করিয়া তুলিয়া, একদিন আচার্য্য শিষ্যগণকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন—'হে শিষ্যগণ! তোমরা পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে ধৃত করিয়া আনয়ন করতঃ গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ আমাকে প্রদান কর।' শিষ্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া গুরুবাক্য অঙ্গীকার করত তৎক্ষণাৎই সমরসজ্জা করিয়া পাঞ্চালদেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া দ্রোণ-সমীপে আনয়ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে হৃতসর্ব্বস্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া, পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দ্রুপদ-রাজ! আমি বলপূর্ব্বক তোমার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পুরী বিমর্দ্দিত করিয়াছি, এক্ষণে সেই বিপ্রের করায়ত্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ সখিত্ব করিতে কি ইচ্ছা হয়?" এই কথা বলিয়া হাস্যপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিনি মনে ২ নিশ্চয় করিয়া রাজাকে কহিলেন, 'হে বীর! তুমি প্রাণভয়ে ভীত হইও না, আমরা ব্রাহ্মণ, সুতরাং ক্ষমাশীল। হে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ! তুমি যে বাল্যাবস্থায় আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রীতি সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল, অতএব হে জনাধীশ! আমি পুনর্ব্বার তোমার সহিত সখ্য প্রার্থনা করিতেছি। হে রাজন্! তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি এই রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে। হে যজ্ঞসেন! রাজা না হইলে কেহ রাজার সখা হইতে পারে না, এই জন্যই আমি তোমার রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। হে পাঞ্চাল! তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের রাজা হইবে, আমি উত্তর-কূলের রাজা হইব। এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমাকে 'সখা' বলিয়া মনে কর।' দ্রুপদ কহিলেন 'হে ব্রাহ্মণ! বিক্রমশালী পুরুষদিগের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমি আপনার প্রতি প্রীত হইতেছি এবং আপনিও আমার

প্রতি চিরস্থায়িনী প্রীতি লাভ করুন,—এরূপ ইচ্ছা করিতেছি।"

দ্রুপদ ইহা কহিলে, দ্রোণ তাঁহাকে বিমোচন করিয়া প্রীতমনে সৎকার-পূর্ব্বক রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ গঙ্গা-তীরস্থ জনপদযুক্ত মাকন্দীদেশ ও চর্ম্মণ্বতী-নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পাঞ্চালে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ কাম্পিল্য-নগরে দীনচিত্তে অধিবাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণের শত্রুতা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষত্রিয়-বলদ্বারা দ্রোণের পরাজয় অসম্ভব বোধ করিলেন। এদিকে দ্রোণ 'অহিচ্ছত্র' নামক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ধনঞ্জয় অহিচ্ছত্র পুরী সংগ্রামে জয় করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

মহাভারতের এই অংশ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম—

১—হিমালয়ের গঙ্গাদ্বারের কোন প্রদেশে, শংসিতব্রত ভগবান্ ভরদ্বাজ ঋষি বাস করিতেন, তৎপুত্র দ্রোণ।

২—তিনি পিতৃসদনে বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

৩—ভরদ্বাজের শিষ্য অগ্নিবেশ তাঁহাকে আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

৪—ভরদ্বাজের সখা পাঞ্চালাধিপতি পৃষতের পুত্র দ্রুপদের সঙ্গে দ্রোণের সখিত্ব ছিল।

৫—পৃষত পরলোক গমন করিলে, দ্রুপদ উত্তর-পঞ্চালের রাজা হন। ভরদ্বাজ ঋষিও সেইসময়ে স্বর্গারোহণ করেন। তখন মহাতপা দ্রোণ সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া বেদ-বেদাঙ্গে বিদ্বান্ ও তপোবলে নিষ্পাপ হইয়া পিতার পূর্ব্বনিয়োগানুসারে শরদ্বৎ-কন্যা কৃপীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গর্ভে অশ্বত্থামা নামে পুত্র উৎপাদন করেন। তাহার পর মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করত মহাত্মা পরশুরামের নিকট হইতে প্রয়োগ, সংহার ও রহস্যের সহিত সমগ্র অস্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হন।

৬—তাহারপর দ্রোণের অবস্থা দ্রোণ নিজে ভীষ্মের নিকটে যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

আমি পূর্ব্বে ধনুর্ব্বেদ ও অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গমন করিয়াছিলাম; তথায় ব্রহ্মচারী, বিনয়ী, জটাধারী ও গুরুশুশ্রূষা-তৎপর হইয়া বহু বৎসর বাস করিলাম। তৎকালে পাঞ্চাল-দেশীয় রাজকুমার মহাবল প্রভাব-সম্পন্ন যজ্ঞসেন সেই গুরুর নিকটই অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিবার জন্য বাস করিতেন। সেখানে তিনি আমার উপকারী, সখা ও প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সহিত একত্র হইয়া বহুকাল সুখে ছিলাম। বাল্যাবধি তাঁহার সহিত আমার একত্র অধ্যয়ন হয়, এ নিমিত্ত তিনি আমার সর্ব্বদা প্রিয়কারী প্রিয়বাদী সখা ছিলেন। তিনি আমার প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা বলিতেন যে, "হে দ্রোণ! আমি মহানুভব পিতার প্রিয়তম পুত্র, অতএব যখন পাঞ্চালরাজ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তখন সেই রাজ্য তোমার ভোগ্য হইবে, ইহা আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম। হে সখে! আমার ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সকলেই তোমার অধীনে থাকিবে।" পরে যখন তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা সমাপন হইল,

তখন তিনি আমা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তথা হইতে গমন করিলেন। আমি সেই অবধি নিরন্তর তাঁহার ঐ বাক্য মনোমধ্যে ধারণ করিয়া রাখিলাম। অনন্তর আমি পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলোভপ্রযুক্ত বুদ্ধিমতী, ব্রতপরায়ণা এবং অগ্নিহোত্র যাগে ও ইন্দ্রিয়দমনে নিয়ত নিরতা কৃপীকে বিবাহ করিলাম। কৃপী 'অশ্বত্থামা' নামে ভীমবিক্রম আদিত্যতুল্য তেজস্বী পুত্র লাভ করিলেন। ভরদ্বাজ যেরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও ঐ সন্তান দ্বারা আপ্যায়িত হইলাম। অশ্বত্থামা বাল্যাবস্থায় এক দিবস ধনিপুত্রদিগকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া এরূপ রোদন করিতে লাগিল যে, তাহাতে আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়া পড়িল! স্বীয় যাগাদি-কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী স্নাতকব্যক্তি অবসন্ন না হন, (যাগশীল ব্যক্তির যদি অল্প গো থাকে, তবে তাঁহার নিকট গো-প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহার ধর্ম্মলোপ হইতে পারে,) ইহা চিন্তা করিয়া আমি ধর্ম্মযুক্ত বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেকবার সেই দেশ ভ্রমণ করিলাম। দেশের একসীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াও দুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হইলাম না। পরে অন্য বালকেরা পিষ্টোদক (তরল পিটালী) দ্বারা ঐ বালককে প্রলোভিত করিল,—বালক অশ্বত্থামা ঐ পিষ্টজল পান করিয়া বাল্যপ্রযুক্ত বিমোহিত হইয়া "আমি দুগ্ধ পান করিয়াছি" এই বলিয়া উত্থান-পূর্ব্বক আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই পুত্র, বালকগণ পরিবৃত ও তাহাদিগের হাস্যস্থল হইয়া নৃত্য করিতেছে দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিল। বিশেষতঃ জল্পনাকারী লোকদিগের "দরিদ্র দ্রোণকে ধিক্! যিনি ধনাভাবে পানীয় দুগ্ধ প্রাপ্ত হন্ না, যাঁহার পুত্র দুগ্ধের তৃষ্ণায় পিষ্টোদক পান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে 'আমি দুগ্ধপান করিলাম, বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল'"— এইরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। পরে আপনিই আপনাকে নিন্দা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত ও নিন্দিত হইয়া বাস করিব, তথাপি ধনলোভে পাপকর্ম্ম—পরসেবা অবলম্বন করিব না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি প্রিয়তম পুত্র ও পত্নীকে লইয়া পূর্ব্বস্নেহানুবন্ধ-প্রযুক্ত দ্রুপদরাজার নিকট গমন করিলাম। আমার সেই প্রিয়সখা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন শুনিয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া সুপ্রীত মনে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তাঁহার সহিত একত্র বাস ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাত সেইবাক্য স্মরণ করিতে২ আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মিত্রতাপূর্ব্বক কহিলাম, "হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার সখা।" ইহা বলিয়া সখার ন্যায় সন্নিহিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। তাহাতে ইতর লোকের ন্যায় আমার প্রতি তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন "হে ব্রাহ্মণ! তোমার এই বুদ্ধি সমাচীন নহে; হে দ্বিজ! যেহেতু তুমি হঠাৎ আমাকে কহিলে যে "আমি তোমার সখা"। কালক্রমে সকলই জীর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং সৌহার্দ্দও জীর্ণ হয়। তোমার সহিত পূর্ব্বে যে আমার সখ্য হইয়াছিল,

তাহা তৎকালীন সম্বন্ধ বশতই হইয়াছিল; ফলত অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সহিত, অরথী ব্যক্তি রথীর সহিত এবং রাজা না হইলে রাজার সহিত কখনও সখ্যস্থাপন করিতে পারে না; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ? উভয়ে সমান হইলেই সখ্য হয়, পরস্পর বিসদৃশ হইলে কিরূপে সৌহার্দ্দ হইতে পারে? এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কোনও বস্তু অপরিবর্ত্ত্য বা অমর নহে; বন্ধুতা বা সখিত্বও চিরস্থায়ি হইতে পারে না, অতএব তুমি সেই পুরাতন সখ্যের উপাসনা করিতে নিরস্ত হও; এখন আর তাহা বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিও না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজন বশতই তোমার সহিত আমার সখ্য হইয়াছিল; সে প্রয়োজন এখন পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রয়োজনমূলক সখ্যও বিনষ্ট হইয়াছে। হে অল্পমতে! যাহারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপাল, তাঁহাদের কখনও ঈদৃশ শ্রীহীন দরিদ্র মনুষ্যের সহিত সখ্য হইতে পারে না। আমি রাজ্যের নিমিত্ত যে তোমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না, তবে যদি তুমি একরাত্রি ভোজন করিতে বাঞ্ছা কর, আমি তাহা প্রদান করিতে সম্মত আছি।' তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমি যাহা অচিরাৎ সম্পন্ন করিতে পারিব, এমত প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। আমি দ্রুপদরাজ কর্ত্তৃক ঐরূপ তিরস্কৃত হইয়া রোষ বশত গুণবৎ শিষ্য-সকলের প্রার্থনীয় কুরুরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পরে আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত এই রমণীয় নাগপুরে উপনীত হইলাম। সম্প্রতি কি কার্য্য করিতে হইবে বলুন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ঈশোপনিষৎ।

ও

সুমতিনাম্নী বঙ্গব্যাখ্যা।

(আবশ্যক-সূচনা।)

ঈশোপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয়-সংহিতার শেষ বা চত্বারিংশত্তম অধ্যায় স্বরূপ। বাজসনেয়সংহিতার প্রথমাবধি ৩৯তম অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের এবং কেবল এই শেষ অধ্যায়েই জ্ঞানকাণ্ডের নিরূপণ বিদ্যমান। এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি আত্মতত্ত্বপ্রকাশক, কর্ম্মবোধক নহে, সুতরাং এই অধ্যায়, সংহিতার অন্তর্গত হইলেও উপনিষৎ; আর এইজন্যই ইহার নাম বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ।

মূল বাজসনেয়সংহিতায় এই উপনিষদের মন্ত্র-সংখ্যা সপ্তদশ। প্রথম ৩টি মন্ত্র অনুষ্টুপ্‌ছন্দে গ্রথিত, চতুর্থ মন্ত্র ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্র অনুষ্টুপ্‌ছন্দস্ক। ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ মন্ত্র অনুষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধ, ১৫শ মন্ত্র, দুইটি যজুর্ম্মন্ত্রের সমষ্টি। ১৬শ মন্ত্র ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে নিবদ্ধ, সপ্তদশ মন্ত্র উষ্ণিক্‌ছন্দোময়, ১টী ঋক্ ও দুইটী যজুর্ম্মন্ত্রের সমষ্টি-স্বরূপ। বাজসনেয়সংহিতার ভাষ্যকার মহামান্য

মহীধর এই ভাবের মন্ত্র-বিন্যাস সমর্থন করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ঈশোপনিষদের অন্যতম ভাষ্যকার জগদ্‌গুরু শঙ্কর এবং প্রকাশিকা-কার পূজ্যপাদ শ্রীনারায়ণ মুনি ও মাননীয় শ্রীবালকৃষ্ণদাস প্রভৃতি, বাজসনেয়সংহিতার মন্ত্রবিন্যাসক্রম রক্ষা করেন নাই। সংহিতার ৯ম মন্ত্র ইঁহারা উপনিষদে ১২শ মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐরূপ সংহিতার ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ মন্ত্র ইঁহারা যথাক্রমে ১৩শ, ১৪শ, ৯ম, ১০ম ও ১১শ মন্ত্ররূপে স্থাপন করিয়াছেন। সংহিতার ১৫শ ও ১৬শ মন্ত্র ইঁহারা ১৭ ও ১৮ মন্ত্ররূপে গ্রথিত করিয়াছেন। সংহিতার ১৭শ মন্ত্র উপনিষদে অবিকল গৃহীত হয় নাই। সংহিতার সপ্তদশ মন্ত্র যথা—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্, ওঁখং ব্রহ্ম।" ইহা উষ্ণিক্‌চ্ছন্দস্ক মন্ত্র; "ওঁখং ব্রহ্ম" এই শেষাংশ যজুর্মন্ত্রদ্বয়। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি এই মন্ত্রটীকে নিম্নস্বরূপে পাঠ করিয়াছেন যথা—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" মন্ত্রটী সম্পূর্ণরূপে অনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংহিতার ১৫শ মন্ত্র "বায়ুরনিলম-মৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং ওঁ ক্রতোস্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর"। উপনিষদের শঙ্করাদি ব্যাখ্যা-কারগণ এই মন্ত্রকে "বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁক্রতোস্মর কৃতং স্মর ক্রতোস্মর কৃতং স্মর," এইরূপে ১৭শ স্থানে পাঠ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি উপনিষদের ১৬শ মন্ত্ররূপে এই মন্ত্র গ্রথিত করিয়াছেন যথা—"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" এই মন্ত্রটী সংহিতার ৪০তম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়না। সুতরাং এখানে আমরা অন্ধকারে রহিলাম। এই অনুষ্টুব্‌বহুল চত্বা-রিংশত্তম অধ্যায়ের দ্রষ্টা দধীচাথর্ব্বণ ঋষি। মুক্তিকোপনিষদে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের যে নাম-তালিকা আছে, তাহার প্রথমেই এই ঈশোপনিষৎ গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান-গ্রন্থে বাজসনেয়সংহিতার পাঠক্রমানুসারে মন্ত্র-বিন্যাস করা হইবে; আচার্য্য-শঙ্করমতানুযায়ী মন্ত্রক্রম প্রদর্শিত হইবে না বা সেইক্রমে মন্ত্রসকল ব্যাখ্যাত হইবে না।

উপনিষদারম্ভ।

তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি প্রথম মন্ত্রে শমদমাদি-সম্পন্ন উপসন্ন মুমুক্ষু শিষ্যকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন—ঋষি বলিতেছেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ১

এই দৃশ্যমান অসত্যস্বরূপ বিশ্ব সত্যময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আচ্ছাদনীয়—অর্থাৎ আমিই পরমেশ্বর পরমাত্মা বিশ্বাকারে বিরাজমান,—আত্মসত্তা ভিন্ন সংসারের স্বতন্ত্র সত্তা নাই এইরূপ চিন্তা করিবে—আত্মজ্ঞানের সেবা করিবে। আর, এ সংসারে স্থাবরজঙ্গম যে কিছু বস্তু আছে, সে সকলের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া, অনাসক্তভাবে সকল বস্তু ভোগ করিবে; কোনও বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা রাখিও না; কারণ জগতের ধনসম্পৎ কাহারও নয়, যাহা আজ তোমার, তাহা কা'ল অপরের হইবে, সুতরাং 'ইহা আমার' এরূপ ধারণা পরিত্যাগ কর—আত্মজ্ঞানের অনুশীলন কর। ১

যাহারা আত্মজ্ঞানের অধিকারী নহে,

তাহাদিগের প্রতি ঋষি, কর্ম্মসাধনের উপদেশ প্রদান করিতেছেন; ঋষি বলিতেছেন;—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২

ইহলোকে চিত্তশুদ্ধিকর বেদবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর। তাৎপর্য্য এই যে, চিরজীবন ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে তোমার মনঃশুদ্ধি হইবে এবং পরম্পরায় মোক্ষলাভ ঘটিবে। জ্ঞানসাধনে অসমর্থ কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে নিষ্কামকর্ম্মসেবা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। তুমি বলিবে, কর্ম্ম করিলেই ফল হইবে, কর্ম্মফলবন্ধন দৃঢ় হইবে, মুক্তির উপায় কি? জানিয়া রাখ, ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্ম কর্ত্তায় লিপ্ত হয় না—তাহার বন্ধন সম্পাদন করে না। ২

অতঃপর ঋষি কাম্যকর্ম্মরত আত্মজ্ঞান-চেষ্টাবিমুখ মূঢ় ব্যক্তিগণের দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন, যথা,—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩

যাহারা আত্মহা অর্থাৎ অবিদ্যামুগ্ধ, আত্মজ্ঞানবিমুখ ও জ্ঞানসাধন-নিষ্কামকর্ম্ম-পরাঙ্মুখ, কেবল কাম্যকর্ম্মপরায়ণ, তাহারা দেহত্যাগের পর, (যে সকল লোক বা জন্ম 'অসূর্য্য' অর্থাৎ যে সকল যোনিতে জন্ম লইলে জীব প্রাণপোষণরত অধম সঙ্কীর্ণচেতন বলিয়া পরিচিত হয়—এবং যে সকল যোনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন—সেই সকল) নিকৃষ্ট লোক বা স্থাবরাদি জন্ম লাভ করে। তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল জীব আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হয় না, তাহারা পুনঃপুনঃ জন্মমরণযন্ত্রণা ভোগ করে। ৩

মুমুক্ষুগণ যে পরব্রহ্মকে আত্মরূপে উপাসনা করিয়া সংসারের পরপারে গমন করেন, যে আত্মতত্ত্ব না জানিলে সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ঋষি সেই আত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪

আত্মা অচল, অদ্বিতীয় ও মনের অগম্য। দীপ্তিশালী চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। আত্মা, সকলের উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছেন, আবার সকলের বিনাশ হইলেও বিনষ্ট হইবেন না। আত্মা বস্তুতঃ অচল, কিন্তু তিনি দ্রুতগামী গ্রহনক্ষত্রাদিকেও অতিক্রম করিয়া গমন করেন। আত্মার সত্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া সূত্রাত্মা—বায়ুর প্রবহন, রবির প্রকাশন ও অগ্নির দহনপচনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, অথবা আত্মার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া ক্রিয়াশক্তিরূপে সংসারের সমস্ত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। ৪

ঋষি, আত্মস্বরূপ আরও বিশদরূপে বলিতেছেন, যথা—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫

আত্মা নিরুপাধিক পরমার্থ—সত্যরূপে অচল, কিন্তু উপাধি-সম্পর্ক-বশতঃ সচলবৎ প্রতীত হন। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের

কাছে আত্মা বহুযোজন-দূরস্থ বস্তু, কিন্তু তিনি জ্ঞানিগণের হৃৎপদ্মে নিজাত্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। আত্মা আকাশবৎ ব্যাপী। তিনি প্রতিবস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান আছেন।

মতান্তরে—

এই মন্ত্রে ঋষি আত্মার কার্য্যরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। চতুর্থ মন্ত্রে আত্মার কারণরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এখন কার্য্যরূপ বর্ণন অনুপযুক্ত নহে। ঋষি বলিতেছেন,—

আত্মা গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে সচল, আবার স্থাবররূপে অচল। আত্মা চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপে দূরস্থ, কিন্তু জল-ফলাদিরূপে নিকটস্থ। তিনি চিদ্রূপে জীবকুলের অভ্যন্তরে ও জড়রূপে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৫

ঋষি অতঃপর আত্মচিন্তার প্রকার-প্রণালী বলিতেছেন,—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি॥ ৬

যে মুমুক্ষু ব্যক্তি আত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত সংসার আত্মায় অবস্থিত—আত্মভিন্ন নয়, এবং সমগ্র বিশ্বে সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে অবস্থিত চিদ্রূপ আত্মাই আমি—এইরূপ আত্মদর্শন প্রাপ্ত হন, তাঁহার সকল সংশয় তিরোহিত হয়—সমস্ত বিচার অপগত হয়। ৬

অতঃপর ঋষি বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সর্ব্বাত্মদর্শন সমাপ্ত হইলে, অবিদ্যার বিনাশ ও জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ হয়।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭

যে অবস্থায় সাধকের 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্' এই সর্ব্বাত্মদর্শন সম্পূর্ণ হয়—সমস্ত সংসার উপাসকের আত্মস্বরূপে সমন্বিত হয়, সে অবস্থায় একত্বদর্শী সাধকের অবিদ্যা বিনষ্ট হয়—অবিদ্যামূলক সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়—শোক-মোহশূন্য আত্মভাবের নগ্নমূর্ত্তি—সত্য-শিব-সুন্দরকান্তি প্রকটিত হয়। ৭

ঋষি, জ্ঞানের ফলস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি কীর্ত্তন করিতেছেন—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮

যে ব্যক্তি উক্তরূপ আত্মদর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন, তিনি চিদানন্দরূপ অচিন্ত্যশক্তিস্বরূপ স্থূলসূক্ষ্ম-শরীরশূন্য শুদ্ধসত্ত্বময় পুণ্যপাপাতীত পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরন্তু ঐ ব্রহ্মভূত-সাধক, জড়াজড় বস্তুজাত নির্লিপ্তভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মভূত জ্ঞানী, কবি, মেধাবী, জ্ঞান বলে সর্ব্বস্বরূপ হন এবং স্বয়ম্ভূরূপে বিরাজ করেন। ৮

অতঃপর উপাসনা প্রসঙ্গ। যাহারা মরণই মুক্তির দ্বার মনে করে, ঋষি, বর্ত্তমান-মন্ত্রে সেই ভ্রান্তগণের শোচনীয় পতন কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ৯

যে মূঢ়গণ অসম্ভূতির উপাসনা করে অর্থাৎ দেহত্যাগের পরই মুক্তি হয়, জীবের পুনঃসম্ভব নাই, মনে করে, তাহারা অজ্ঞানতমঃকূপে প্রবেশ করে, আর যাহারা সম্ভূতি বা বিশ্বসম্ভবহেতু আত্মায় রত অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানাভাবে চিত্তশুদ্ধি-বিহীন অথচ আত্মজ্ঞানের

সেবা করিতে প্রস্তুত, তাহারা ততোধিক অন্ধকারময় অজ্ঞানগহ্বরে স্থান প্রাপ্ত হয়।

এই মন্ত্রে ঋষি মতান্তরে ব্যাকৃতোপাসনা ও অব্যাকৃতোপাসনার সমুচ্চয়—প্রতিপাদনার্থে প্রত্যেকের নিন্দা কীর্ত্তন করিয়া, প্রকারান্তরে সমুচ্চয়-পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

যাহারা অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যাকৃতোপাসনা করে, তাহারা অন্ধতম অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ করিবে, আর যাহারা সম্ভূতি বা ব্যাকৃতোপাসনা (হিরণ্যগর্ভোপাসনা) করে, তাহারা তদপেক্ষাও তীব্রতমোময় সংসারে স্থান লাভ করিবে।৯

বর্ত্তমান মন্ত্রে সম্ভূতি-উপাসনা ও অসম্ভূতি-উপাসনার ফলপার্থক্য বর্ণিত হইতেছে। মতান্তরে সমুচ্চয়-সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যাকৃতোপাসনা ও অব্যাকৃতোপাসনার ফলভেদ কথিত হইতেছে।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০

যাহারা মরণকেই মুক্তি মনে করে, তাহারা স্বতন্ত্র ফল লাভ করে, আর যাহারা কর্ম্মহীন মলিনচিত্ত আত্মোপাসক, তাহারাও স্বতন্ত্র ফল প্রাপ্ত হয়—ধীরগণ ইহা আমাদিগকে কহিয়াছেন, তাঁহাদের কাছেই আমরা ইহা শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যান্তর—

ব্যাকৃতোপাসনা বা হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফল পৃথক্ (অণিমাদি-ঐশ্বর্য্যলাভ) আর অব্যাকৃতোপাসনার পরিণাম ফলও পৃথক্, (প্রকৃতিলয়) ইহা ধীরগণের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারাই আমাদিগের নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (প্রকৃতির উপাসনা করিলে সাধক প্রকৃতিতে লীন হন। প্রকৃতিলয় মুক্তির কাছাকাছি। সুষুপ্তির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া জীব ক্ষণকাল সংসার-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়—ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। প্রকৃতিলয় দশমন্বন্তরকালস্থায়ী আনন্দভোগ—সুদীর্ঘ সুষুপ্তি। প্রকৃতিলীন ব্যক্তি যথাকালে আবার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মুক্ত জীবের প্রত্যাবর্ত্তন নাই। বেদ বলেন—ন স পুনরাবর্ত্ততে।)
১০

ঋষি, সম্ভূতি-উপাসনা ও অসম্ভূতি-উপাসনার সমুচ্চয় প্রচার করিতেছেন—

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১১

যে যোগী সম্ভূতি বা পরব্রহ্ম এবং বিনাশ বা বিনাশী শরীর এই উভয়কে একীভূত বলিয়া জানেন, অর্থাৎ আমি দেহাতিরিক্ত অবিনশ্বরদেহী আত্মা, এই নশ্বর দেহ আমা হইতে ভিন্ন, কিন্তু কর্ম্মবশে আমি এই দেহে তাদাত্ম্যাধ্যাসসম্পন্ন—এইরূপ চিন্তা করিয়া নিষ্কামকর্ম্ম সাধন করেন, তিনি বিনাশ বা নশ্বর শরীরের দ্বারা নিষ্কামকর্ম্মবলে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া, সম্ভূতি বা আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করেন।

এই মন্ত্রের 'বিনাশ' শব্দ দুটী 'অবিনাশ' রূপে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ 'সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ' স্থলে 'সম্ভূতিঞ্চ অবিনাশঞ্চ' এবং 'বিনাশেন মৃত্যুংতীর্ত্বা' স্থলে 'অবিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা' পাঠ করিয়া, আচার্য্য মহীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর 'বিনাশ' শব্দস্থলে 'অবিনাশ' পাঠ করিয়াছেন, অধিকন্তু 'সম্ভূতি' স্থলে 'অসম্ভূতি' পাঠ করিয়াছেন। শঙ্কর 'অসম্ভূতিঞ্চ অবিনাশঞ্চ' এবং 'অবিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা অসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে' পাঠ গ্রহণ করিয়া

ব্যাখ্যান্তর লিখিয়াছেন। মহীধরমতে মন্ত্রের ব্যাখ্যান্তর এইরূপ—

যে উপাসক অবিনাশ বা অব্যাকৃতোপাসনা ও সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভোপাসনা করেন, তিনি অব্যাকৃতোপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য্য-অধর্ম্ম-কাম-প্রভৃতিরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, হিরণ্য-গর্ভোপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়-রূপ গৌণ অমৃত বা মুক্তিলাভ করেন। মহীধরাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা ভ্রমশূন্য নহে, কারণ হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয় ফল হইতে পারে না। দশম-মন্ত্রের ভাষ্যে স্বয়ং মহীধরই বলিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভোপাসনায় অণিমাদিলাভ ও অব্যাকৃতো-পাসনায় প্রকৃতি-লয় ঘটে, এখানে তাঁহার নিজের কথায়ই পূর্ব্বাপরবিরোধ হইতেছে। আচার্য্যশঙ্করের ব্যাখ্যান্তরই সুসঙ্গত। শঙ্কর বলেন—

যে উপাসক 'অবিনাশ' বা হিরণ্যগর্ভো-পাসনা ও 'অসম্ভূতি' বা অব্যাকৃতোপাসনার সমুচ্চয়ানুষ্ঠান করেন, তিনি অবিনাশ-রূপ হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া) অনৈশ্বর্য্যরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, অসম্ভূতি বা অব্যাকৃতোপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়-রূপ গৌণমোক্ষ লাভ করেন। ১১

১২ মন্ত্রে যাহারা কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিতে চায়, তাহাদের জন্য কর্ম্ম ও দেবতা-জ্ঞানের সমুচ্চয় প্রতিপাদনার্থে অন্যতরের নিন্দা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ১২

যাহারা কেবল অবিদ্যা বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মের সেবা করে, তাহারা অন্ধতমঃ লাভ করে—সংসার পরম্পরা প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা শুধু দেবতাজ্ঞানের সেবা করে, বিহিত কর্ম্ম করে না, তাহারা প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়, চিত্তশুদ্ধির অভাবে আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হয় এবং অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। ১২

১৩ মন্ত্রে সমুচ্চয়বাদের পোষকরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যোপাসনার ফলভেদ দর্শিত হইতেছে।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩

বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র (দেবলোকপ্রাপ্তি), অবিদ্যা বা কর্ম্মসেবার ফলও স্বতন্ত্র (পিতৃলোকপ্রাপ্তি), এই ফল-পার্থক্য ধীরগণের কাছে শুনিয়াছি, তাঁহারা আমাদিগের নিকট ইহা বিবৃত করিয়াছেন। ১৩

অতঃপর ঋষি, দেবতাজ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন—

বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১৪

যে সাধক বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞান এবং অবিদ্যা বা যজ্ঞাদিকর্ম্ম—একই ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় মনে করেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, দেবতাজ্ঞানবলে দেবাত্মভাবরূপ অমৃত প্রাপ্ত হন, আত্মায় দেবত্ব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। ১৪

১২শ, ১৩শ, ১৪শ—তিনটীমন্ত্রে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মহীধর-শঙ্কর প্রভৃতি জ্ঞানবাদিগণ, 'বিদ্যা' অর্থে এখানে 'আত্মজ্ঞান' বুঝেন না, কারণ এখানে 'সমুচ্চয়' বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম একযোগে মুক্তির কারণ—এরূপ সমুচ্চয়বাদ, জ্ঞানবাদিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম, জ্ঞানোদয়ের সহায়তা করে, কিন্তু জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ; সুতরাং 'বিদ্যা' বলিতে আত্মজ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানও কর্ম্মের সমুচ্চয় শ্রুতিবিরুদ্ধ—অথচ এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয়—শ্রুতি স্বয়ং ঘোষণা করিতেছেন; কাজেই কর্ম্মের সহিত যাহার সমুচ্চয় সঙ্গত, সেই 'দেবতাজ্ঞান' বা 'দেবতাবিদ্যা'ই এখানে বুঝিতে হইবে। রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সমুচ্চয়বাদ স্বীকার করেন। তাঁহারা 'বিদ্যা' বলিতে এখানে 'ব্রহ্মজ্ঞান'ই বুঝিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রে উপাসক যোগী অন্তকালের প্রার্থনা জানাইতেছেন। যোগী বলিতেছেন,—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতোস্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর। ১৫

এই অন্তকালে আমার প্রাণ বা কর্ম্মজ্ঞান-সংস্কৃত সূক্ষ্মশরীর বায়ুমণ্ডল প্রাপ্ত হউক্—জগৎপ্রাণে স্থানলাভ করুক্—উৎক্রান্ত হউক্। আর আমার এই স্থূলশরীর অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মভাব লাভ করুক্। হে ওঙ্কারাত্মক অগ্নিরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম! হে ক্রতো! হে সঙ্কল্পাত্মক! আমার সম্বন্ধে যাহা স্মরণীয়, তাহাই স্মরণ করুন্। কর্ম্মানুরূপ—লোকপ্রদানের জন্য স্মরণ করুন্; আর আমার দ্বারা ইহজীবনে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলিও স্মরণ করুন। ১৫

আচার্য্য শঙ্কর 'ক্লিবে স্মর' এই অংশ পাঠ করেন নাই। সুতরাং তন্মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, 'কর্ম্মানুরূপ, লোক প্রদানের জন্য স্মরণ করুন' এই অংশ ত্যাগ করিতে হয়। বাজসনেয়সংহিতায় ঐ মন্ত্রাংশ দৃষ্ট হয়, সুতরাং শঙ্করমতে ব্যাখ্যা করা গেল না।

১৬ মন্ত্রে সাধক অগ্ন্যাত্মক—ব্রহ্মের নিকট উত্তরমার্গ বা দেবযানগতি প্রার্থনা করিতেছেন। উপাসক বলিতেছেন,—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম। ১৬

হে দ্যোতন স্বভাব অগ্নে! অর্থাৎ তেজোময় অগ্নিরূপ ব্রহ্ম! আমাদিগকে কর্ম্মফলভোগার্থে সুশোভন দেবযান-পথে লইয়া যান্। আপনিই শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্মের ও বিজ্ঞানের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। আপনি আমাদিগের পাপরাশি বিনাশ করুন। আমরা বহুবার আপনাকে নমস্কার করি!

আচার্য্য শঙ্কর এই ১৬শ মন্ত্রটী ১৮শ বা শেষমন্ত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অপর একটী মন্ত্রকে ১৬শ মন্ত্ররূপে স্থাপন করিয়াছেন। সেই ১৬ মন্ত্রটী এই—

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।

সাধক বলিতেছেন—হে জগৎপোষণ-সমর্থ পূষণ্! হে অদ্বিতীয়-গতিশীল একর্ষে! হে সংযমক্ষম যম! হে সংসার-প্রকাশক সূর্য্য! হে প্রজাপতি-নন্দন! আপনার দীপ্তিময় উত্তপ্ত কিরণজাল সংযত করুন্—সম্পিণ্ডিত করুন্, আমি আপনার মঙ্গলময় রূপ দর্শন করি। আদিত্য মণ্ডলস্থ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে আমি 'সোহহমস্মি'রূপে দর্শন করি—আত্মভাবে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হই। শঙ্করাচার্য্য, মন্ত্রের শেষাংশ অর্থাৎ 'যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি'র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 'হে দেব, আমি তোমার কাছে ভৃত্যবৎ প্রার্থনা জানাইতেছি না; আমি সেই আদিত্যমণ্ডলস্থ

ব্যাহৃতিশরীর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ'। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য দুর্বোধ্য! প্রার্থনাপটু উপাসকের এত জোর কেন, বুঝা যায় না!

১৭ মন্ত্রে আদিত্যরূপ ব্রহ্মের উপাসনা প্রদর্শিত হইতেছে—

হিরণ্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্। ওঁ খং ব্রহ্ম। ১৭

জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলরূপ পাত্রদ্বারা সবিতৃ-মণ্ডলস্থ সত্যস্বরূপ পরম-পুরুষের মুখ বা শরীর আচ্ছাদিত রহিয়াছে, (তথাপি) 'পরিদৃশ্যমানমণ্ডলস্থ পুরুষ আমি'—এইরূপে (অর্থাৎ রবিমণ্ডলস্থ পুরুষে আত্মভাব স্মরণ করিয়া) উপাসনা করিবে। শেষে "ওঁকারাত্মক ব্রহ্ম আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী এবং সেই ব্রহ্মই আদিত্যপুরুষ-স্বরূপ আমি" এইরূপে উপাসনা করিবে। ১৭

বাজসনেয়সংহিতার ৪০তম অধ্যায় এই মন্ত্রেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য মহীধরও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই লেখনী সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীনারায়ণমুনি ও শ্রীবালকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি মনীষিবর্গ এস্থানে বিশ্রাম করেন নাই। তাঁহারা ঠিক্ এই মন্ত্রটী উপনিষদে সংগ্রহ করেন নাই, ইহার সদৃশ একটী মন্ত্র পঞ্চদশ মন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মন্ত্রটী এই—

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

শঙ্কর বলিয়াছেন—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অবিদ্যা বা কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, বিদ্যা দ্বারা অমৃতলাভ করিবে,—এখানে সেই অমৃতলাভের দ্বারমার্গ প্রদর্শিত হইতেছে। আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের উপাসনাকারী সাধক, অন্তকালে, সত্যাত্ম-রূপ আদিত্যের কাছে নিজের প্রাপ্তিদ্বার যাচ্‌ঞা করিতেছেন। সাধক বলিতেছেন,—পূষণ্‌ অর্থাৎ হে সত্য-স্বরূপ বিশ্বপোষক সূর্য্য! জ্যোতির্ম্ময় আবরণ-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রবিমণ্ডলস্থ ব্রহ্মপুরুষের মুখ বা দ্বার, সত্যধর্ম্মা আমার জন্য উদ্‌ঘাটন করুন। অথবা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষের যে তত্ত্ব বা স্বরূপ আবৃত আছে, আমাদের উপলব্ধির জন্য তাহা প্রকাশ করুন।

উপনিষদ্ব্যাখ্যাতৃ-শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির সহিত সংহিতাভাষ্যকার মহীধরাচার্য্যের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য না থাকায় যাঁহারা চিন্তিত হন, তাঁহারা মনে রাখিবেন, পাঠভেদে মন্ত্রভেদ হওয়ায় ব্যাখ্যাভেদও অসঙ্গত নহে। সংহিতার শেষ অধ্যায় স্বরূপ 'উপনিষদ্‌' সংহিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইল কেন? ইহার উত্তরে চিরদিনই নীরবতা অবলম্বন করিতে হইবে!

—❦—

শান্তিমন্ত্র।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

উপনিষৎপাঠের প্রথমে ও অবসানে শান্তি-মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ঈশোপনিষদের শান্তি-মন্ত্র 'ওঁ পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি। মুক্তিকোপনিষদের ব্যাখ্যায় সকল বেদের শান্তিমন্ত্র বিবৃত ও বিচারিত হইবে।

ব্রহ্মার্পণমস্তু।

শ্রীকেদারনাথ ভারতীকৃতা সুমতি-
বঙ্গব্যাখ্যা সমাপ্তা।

যোগদর্শন-ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ ॥ ২

ব্যাখ্যাঃ—চিত্তবৃত্তি-নিরোধই যোগলাভের একমাত্র উপায়। যোগ কি?

'সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥'
যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগের নাম যোগ।

দক্ষস্মৃতিতে আছে—

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ কেচিদ্‌যোগং বদন্তি বৈ।
অধর্ম্মো ধর্ম্মবুদ্ধ্যা তু গৃহীতস্তৈরপণ্ডিতৈঃ॥
আত্মনো মনসশ্চৈব সংযোগস্তু তথাহপরে।
উক্তানামধিকাহ্যেতে কেবলং যোগবঞ্চিতাঃ॥
বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যস্তে যোগোহয়ং মুখ্য উচ্যতে॥"

"কেহ কেহ বলেন—ধ্যেয় বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলেই যোগ হয়। অপণ্ডিতগণই এই অধর্ম্মকে ধর্ম্মবুদ্ধিতে গ্রহণ করে। কেহ বলেন—আত্মা ও মনের সংযোগ হইলেই যোগ হয়। ইহারাও যোগ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত। মনকে নির্ব্বাত দীপের ন্যায় সংকল্প-বিকল্প-শূন্য করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক করাই মুখ্য যোগ বলিয়া কথিত।"

এই প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই বলা হইল যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ। আর চিত্তবৃত্তি-নিরোধ উক্ত যোগলাভের উপায়; কারণ চিত্তবৃত্তি-রোধ ব্যতীত জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হইতে পারে না। এই কথাই স্পষ্ট করিয়া দক্ষস্মৃতি বলিতেতেছেন,—"বৃত্তিহীনং মনঃকৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি—একীকৃত্য * *" পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যোগ-সূত্রে অতি সংক্ষেপে, সংকেতে যোগসাধন-পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আরও সমাধি হৃদয়ে উদিত বলিয়া, যোগসূত্র অতি-সংক্ষেপেই হইয়াছে। সেইজন্য গুরুমুখে ইহা জানিলে সমস্ত গোলই চুকিয়া যায়। ঋষি অতি সংক্ষেপে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। জীবাত্মার পরমাত্মাতে লয়ই যোগ। 'সংযোগ' আর 'লয়' এখানে একার্থ-বাচক। লয়কেই নির্ব্বাণ বলে। এই যোগেরই নামান্তর 'নির্ব্বাণ'। এ সম্বন্ধে দক্ষস্মৃতি বলেন,—"সর্ব্বভাববিনির্মুক্তক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ" "মনের সংকল্প-বিকল্প নাশ-হেতু (চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে), জীব সর্ব্ব-ভাব-মুক্ত হইবে, তৎপরে তাহার ব্রহ্মে লয় হইবে।" ইহাই যোগ—ইহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন নির্ব্বাণ হইবে না। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-পূর্ব্বক শরীর-ধারণ-কাল পর্য্যন্ত 'ব্রাহ্মীস্থিতি' এবং শরীর-ত্যাগে নির্ব্বাণ'। এই সমস্ত কথা পরে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইবে।

যোগ কয় প্রকার?

যোগ এক প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ।

এই যোগ-প্রাপ্তির উপায় কি?

পঞ্চ প্রকার উপায় দ্বারা এই যোগ-লাভ হয়। পঞ্চ উপায় যথা—(১) লয়যোগ (২) জ্ঞানযোগ (৩) রাজযোগ (৪) হঠযোগ। (৫) মন্ত্রযোগ। এই পঞ্চ উপায়ের যে

কোনও উপায় দ্বারা (কে কোন্ যোগের অধিকারী, তাহা শ্রীগুরু নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।) পূর্ব্বোক্ত যোগ-লাভ হয়।

এই পঞ্চ প্রকার উপায়কে 'যোগ' বলে কেন?

এই গুলি যোগ নহে,—যোগ-লাভের উপায়। তবে এই গুলিকে 'যোগ' বলে এই জন্য যে, এই পঞ্চ উপায়েই উক্ত যোগ লাভ হয়। ইহারা যোগাঙ্গ বা যোগ লাভের উপায়-স্বরূপ। এই পঞ্চ উপায়ের মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গ আছে, তাহাদিগকেও যোগ বলে; যথা—ধৌতি-যোগ, প্রাণায়াম-যোগ, ধ্যান-যোগ, সমাধি-যোগ ইত্যাদি। যোগ-সাধকের সাধন দ্বারা যে একএক অবস্থা-প্রাপ্তি হয়, তাহাদিগকেও যোগ বলে, যথা—মোক্ষযোগ ইত্যাদি। যোগের সাধন দ্বারা যে সমস্ত স্বরূপ-দর্শন হয়, তাহাদিগকেও যোগ বলে, যথা—বিশ্বরূপ দর্শন-যোগ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গুলি যোগ নহে। এই সমস্ত যোগ-লাভের উপায় এবং উহা লাভের পূর্ব্বে সাধকের যে সমস্ত অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহাই। আরও 'লয়', 'জ্ঞান', 'রাজ', 'হঠ', 'মন্ত্র' ইহাদের সহিত 'যোগ' কথা কেন যুক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ সমস্ত যোগের ব্যাখ্যার সময় বলা যাইবে। প্রকৃত যোগ একই—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ।

উক্তপ্রকার যোগ-লাভের উপায় চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ। এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, পঞ্চ উপায়ের যে কোন উপায় দ্বারা হইতে পারে—অর্থাৎ লয়যোগ দ্বারাও হয়, হঠযোগ দ্বারাও হয় ইত্যাদি। তবে কে কোন্ যোগের অধিকারী, গুরুদেব তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। এখন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ কাহাকে বলে, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক্। এই কথাটা শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে অতি উত্তমরূপে বলিয়াছেন; যথা;—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।" ২।৫৫

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ইহার অনুকূল। "যদা" অর্থাৎ সমাধিকালে "সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি" সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন হইতে জাত (এবং বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত) সমস্ত চিত্তবৃত্তি একেবারে রুদ্ধ হয়। চিত্তবৃত্তির অপর নাম "কাম"; চিত্তবৃত্তি বা কাম-ই বন্ধনের কারণ। প্রথম আদি-উৎপত্তির কথা সংক্ষেপে বলা যাউক্। এক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই; সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—"অহং বহুস্যাম্" আমি বহু-হইব। কেন ইচ্ছা করিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনি স্বাধীন। (এ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত তথ্য, তাহা সাধন দ্বারা নিজ-বোধ রূপ। তবে জীব-ভাবকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ একটা বলা ব্যতীত আর উপায় কি?) যখনই এই সংকল্প উৎপন্ন হয়, তখনই স্বপ্রকাশ-চৈতন্যে (অর্থাৎ ব্রহ্মে) সেই সংকল্পের একটা—প্রতিবিম্ব ভাসে। এই প্রতিবিম্বকে 'সূক্ষ্ম বিষয়' বলা যাইতে পারে। পুরুষ তখন ঐ বিষয় দেখিয়া 'সুন্দর' বোধ করেন। ইহাই শোভনাধ্যাস। পরে ঐ বিষয়কে সুন্দর ভাবিয়া তাহার ধ্যান করেন; তাহা হইতে সঙ্গ উৎপন্ন হয়। বিষয় সঙ্গ হইতেই কাম জন্মে। সেই জন্য শ্রুতি, এই সংকল্পময় পুরুষকে বলেন—অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ। আদি কাম বা আদি-সংকল্পের কথা বলা হইল। তাহা হইলেই কথা হইতেছে—'চিত্তের যে বৃত্তি উঠে, তাহাই কাম'। এখন

আমাদের মধ্যে কিরূপে বৃত্তি উঠে? প্রথমে বিষয়-সমূহ (যাহার অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নাই, কেবল আদি সংকল্পের দ্বারা ব্রহ্মে বিশেষ-রূপে অসদ্রূপে প্রতিবিম্ব-স্বরূপে ভাসিয়াছে।) ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া চিত্তে পড়ে। চিত্ত একটা প্লেটের ন্যায়। বিষয়, চিত্তে পড়িবামাত্র মনের নিকট টেলিগ্রাফ্ যায়। যাইলেই মন, সংকল্প-বিকল্প তুলেন; পরে বুদ্ধি সেই বিষয় পাইয়া ভাল-মন্দ বিচার করেন, তৎপরেই চিত্ত সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হয়,—ইহাই চিত্তবৃত্তি।"

চিত্তবৃত্তির নিঃশেষ-রোধ ব্যতীত আত্মার প্রকাশ হইতে পারে না। 'জ্ঞান' অখণ্ডরূপে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এই জ্ঞান গুণ-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। দেহের জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে—এই সময় 'অহং ভাব'ও (ইহাও জ্ঞানে প্রকাশ পায়) সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। ইহার পর স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞান স্থূল-দেহ হইতে আকৃষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিতি করে এবং তৎকালে 'অহং ভাব' সূক্ষ্ম-দেহে প্রবল হয়। পরে সুষুপ্তি—অবস্থায় জ্ঞান স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীর ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া, কারণ-শরীরে অবস্থিতি করে এবং 'অহং ভাব'ও ক্ষীণ হইয়া জ্ঞানে লীন থাকে। এই জ্ঞান, অন্তঃকরণ-যন্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় যন্ত্র এই উভয় যন্ত্রে যন্ত্রিত বা রুদ্ধ থাকিয়া আকুঞ্চিত ও প্রকাশিত হইতেছে—কখন বা অন্তঃকরণ-যন্ত্রে, কখন বা জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্রে। এই যন্ত্রিত জ্ঞানের দুই শক্তি,—প্রকাশ করা এবং প্রকাশ হওয়া। জ্ঞানের এই আকুঞ্চিত ও প্রকাশিত হওয়া অর্থাৎ এই প্রকার স্পন্দন রুদ্ধ না হইলে, আমরা জ্ঞানের অখণ্ডভাবে উপস্থিত হইতে পারিব না। জ্ঞান স্বয়ম্প্রকাশ এবং ও অন্যান্য বিষয়াদির প্রকাশক হইয়াও গুণ-শক্তির দ্বারা এরূপ যন্ত্রিত যে, উহা ক্ষণমাত্র স্পন্দিত না হইয়া থাকিতে পারে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণ করিয়াই জ্ঞান—জগৎ পদার্থে আকৃষ্ট হইতেছে। এই পাঁচটা আবার গুণশক্তি-রচিত। জ্ঞানও এই গুণ-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া উহারই রচিত বিষয় গ্রহণ করিয়া বিকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে জ্ঞানের যে প্রকৃত স্বয়ম্প্রকাশ ভাব তাহার প্রকাশ হইতেছে না; কারণ গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরাম না হইলে এই অবস্থা প্রকাশিত হয় না। গুণশক্তির নিঃশেষ-বিরাম হইলে, জ্ঞানের যে নিস্পন্দ স্বয়ম্প্রকাশ-ভাব থাকে, তাহাই 'ব্রহ্ম'। এই জ্ঞানকে গুণশক্তি-বর্জ্জিত করার সাধনই মনের সংকল্প-বিকল্প রোধ করা। মনের সংকল্প-বিকল্প রোধ হইলেই আর চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইবে না। তাহা হইলে কথা হইতেছে—জ্ঞান গুণশক্তি-বর্জ্জিত হইলেই চিত্তবৃত্তি রোধ হইবে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার যোগ-সাধনের যে কোনও একটার দ্বারা জ্ঞানকে গুণশক্তি-বর্জ্জিত করিয়া চিত্তবৃত্তি রোধ করা যায়।

আরও, যোগ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে সাংখ্যযোগের ৪৮ শ্লোকে যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। ঐ শ্লোক যথা—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮

ব্যাখ্যাঃ—হে ধনঞ্জয়! "সঙ্গং ত্যক্ত্বা"

প্রাণকর্ম্ম দ্বারা সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া; (সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান হইবে; তাই বলিতেছেন—"সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা") সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করিয়া, তৎপরে 'যোগস্থঃ (সন্)' যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ নিত্য-সমাধিতে অবস্থান করিয়া (ইহার নাম চৈতন্য সমাধি) "কর্ম্মাণি কুরু" যথা প্রাপ্ত কর্ম্মমাত্রে স্পন্দিত হও। এখানে জীবন্মুক্তের যে রূপে কর্ম্ম হয়, তাহাই বলিলেন। ইহার উপরে আবার বিদেহ-মুক্তও আছে। আবার বিদেহমুক্তির পর নির্ব্বাণ। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" সাম্যাবস্থা – যেখানে কোন প্রকার স্পন্দন নাই, তাহাই যোগ অর্থাৎ পূর্ব্বে যে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করার কথা বলিলেন, তাহা জীবন্মুক্তের কর্ম্ম, পরে যখন সমস্ত কর্ম্মই শেষ হয়, যখন সাধক সপ্তজ্ঞান-ভূমিকারও অতীত হন। যখন বিদেহমুক্ত হন, তখনই মহাসাম্য ভাব উপস্থিত হয়। ইহাই নির্ব্বিকল্প-সমাধির শেষ অবস্থা। এই অবস্থার কথা, কথায় বলা যায় না, ইহা সাধন দ্বারা নিজ বোধ রূপ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-পূর্ব্বক শরীর-ধারণ কাল পর্য্যন্ত 'ব্রাহ্মীস্থিতি'--এবং শরীর-ত্যাগে 'নির্ব্বাণ'-লাভের উপায় পাঁচটী। (১) লয়যোগ (২) জ্ঞানযোগ (৩) রাজযোগ (৪) হঠযোগ (৫) মন্ত্রযোগ। সকলেই কিন্তু সকল যোগের অধিকারী নহে। এই পঞ্চবিধ যোগের মধ্যে সাধক শ্রীগুরূপদেশে অধিকারানুসারে কোন একটি যোগ গ্রহণ করিবে। এই পঞ্চবিধ যোগ মূলতঃ কাহাকে বলে, তাহা বলা হইতেছেঃ—

(১) লয়যোগঃ—সাক্ষাৎ লয়ের সাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহাকে লয়যোগ বলে। জ্ঞান ব্যতীত ব্রাহ্মীস্থিতি নাই। এই জ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ সাধন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইলেই জ্ঞান স্পন্দিত হইতে না পাইয়া স্বরূপভাবে প্রকাশিত হয়। চিত্তবৃত্তিরোধের সাক্ষাৎসাধনই নির্ব্বিকল্প (বা অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধি। * যে সাধক প্রথম হইতেই (অন্য সাধন না করিয়া) এই নির্ব্বিকল্প-সমাধি-সাধনে সক্ষম হন, তিনিই লয়যোগী। এরূপ সাধক অতীব বিরল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য 'হস্তামলক' প্রকৃত লয়-যোগী। তিনি প্রথম হইতেই একেবারে নির্ব্বিকল্প-সমাধি অভ্যাসে সক্ষম হইয়াছিলেন।

লয়যোগের নিম্নাবস্থাঃ— যিনি (সাক্ষাৎ) নির্ব্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে সক্ষম, অথচ শরীর-ধারণাদির জন্য যে প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য বাধা প্রাপ্ত, তিনি প্রথমে ত্রিশক্তির মধ্যে "অধঃশক্তির দ্বারা ঊর্দ্ধ শক্তি-নিপাতন-পূর্ব্বক মধ্যশক্তি উত্তেজিত করা রূপ" ক্রিয়ার অভ্যাস এবং নবচক্রে শ্রীগুরূপদেশ অনুসারে মনোলয় করিবেন। ইহাই লয়-যোগের নিম্নাবস্থা। ইহা দ্বারা সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর হইলে সাক্ষাৎ লয়-যোগ করিতে সক্ষম হইবেন। সর্ব্বোচ্চ এবং পূর্ব্বজন্মের কোনও কারণ বশতঃ সমাধিসিদ্ধ সাধকই লয়-যোগের সাধক এবং লয়-যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

[এসম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য।]

(২) জ্ঞানযোগ (বৈদান্তিক):--লয়-যোগে অনধিকারীর পক্ষে জ্ঞানযোগ। সাক্ষাৎ জ্ঞানের (বিচার-রূপ) সাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্ব্বাণ) লাভ

---

* সমাধির কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে।

হয়, তাহার নাম জ্ঞানযোগ। একেবারে যে সাধক নির্ব্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে না পারিবেন, তিনি, প্রথমে বিচার-রূপ সাধনা অবলম্বন করিয়া তাহাতে পরিপক্ক হইলে, তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাসের অধিকারী হইবেন। নির্ব্বিকল্প-সমাধি-আরোহণেচ্ছুর বিচার—সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা। অনেকে ভাবিতে পারেন—তবে আর কি? যোগের সুকঠিন সাধনার আর প্রয়োজন নাই। বিচারই আমাদের অবলম্বনীয়। তাঁহারা কিন্তু অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিচার অত্যন্ত কঠিন সাধনা। জ্ঞানযোগে বিচারে নিষ্পন্ন হয়—"দেহ কিছুই নহে, উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।" এই বিচার কি সহজ? যে সাধক এইরূপ বিচার-সম্পন্ন, তাঁহার শরীর যদি শস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা যায়, তাহা হইলেও তিনি তাহাতে ব্যথা অনুভব করেন না! আর, তোমার আমার কি সেইরূপ বিচার থাকে? পাণ্ডিত্যের বেলায় এইরূপ বিচার চলিতে পারে, কিন্তু কার্য্যের বেলায় তাহা কোথায় চলিয়া যায়—ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ! প্রাণ-সংরোধাদি, বিচার অপেক্ষা অনেক সহজ। জ্ঞানযোগের দুই অংশ যথা,—(১) সাংখ্যযোগ (২) নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

সাংখ্যযোগঃ—সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক বিচাররূপ সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে। 'বিচার'রূপ সাধনার সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য তবে, শ্রীভগবান্ শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের কয়েকটা শ্লোকে এই বিচার-প্রণালীর আংশিক বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭,১৮।২০।২৯ শ্লোক এবং পঞ্চম অধ্যায়ের সন্ন্যাসযোগের ১৩,১৪। ১৫।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। [এই শ্লোক কয়টার ব্যাখ্যা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে করিতে হইবে।] বিচারে পরিপক্ক হইলে, শ্রীগুরূপদেশ অনুসারে 'শ্রবণ' ও 'মনন' ক্রিয়া অভ্যাস করিবে। সাধনের এই অবস্থার নাম 'বিচারণা'। ইহাতে পরিপক্ক হইলে 'নিদিধ্যাসন' ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে কয়েকটা শ্লোকে নিদিধ্যাসনানুকূল অনুষ্ঠান বর্ণন করিয়াছেন। [৬ অঃ—১৪।১৯ শ্লোক ও ২৪।২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।] সাধকের এই অবস্থার নাম তনুমানসা। নিদিধ্যাসনে পরিপক্ক হইলে, তবে নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাসে সক্ষম হইবেন। এই নির্ব্বিকল্প-সমাধির প্রথমাবস্থায় শ্রীগুরুমুখে মহাবাক্য-বিচার শুনিতে হয়। মহাবাক্যার্থ শ্রবণ করিলে জীবব্রহ্মের একতাবোধ, অখণ্ড আত্মার স্বরূপানুভূতি এবং কৈবল্য মুক্তিলাভ অতি সহজে হয়। মহাবাক্য চারিটা, যথা—(১) তত্ত্বমসি (২) অয়মাত্মা ব্রহ্ম (৩) অহং ব্রহ্মাস্মি (৪) প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। ভাগত্যাগ লক্ষণা-দ্বারা (জীবব্রহ্মের একতা জন্য) মহাবাক্য-বিচার করিতে হয়। মহাবাক্য-বিচারে নির্ব্বিকল্প সমাধি স্থায়ী হয়। ইহাই সাংখ্যযোগ—ইহাই জ্ঞানযোগের উচ্চাবস্থা। একেবারেই সাংখ্যযোগ গ্রহণে অক্ষম হইলে, জ্ঞানযোগের নিম্নাবস্থা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ—গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে বিশেষ করিয়া ইহার কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানযোগে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-সাধনার অবস্থার নাম 'শুভেচ্ছা'। এই জ্ঞানযোগে সাধনের সাতটা অবস্থা আছে; তাহাকে সপ্তজ্ঞানভূমিকা বলে। এই সপ্তজ্ঞানভূমিকার মধ্যেই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ,

বিচার, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, মহাবাক্য-বিচার, নির্ব্বিকল্প-সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত জ্ঞানযোগীর আরও সাধন আছে, যথা—যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্‌স্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান। সপ্তজ্ঞান-ভূমিকা এবং জ্ঞানযোগের সমস্ত সাধনার কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে। [এ সম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য।]

(৩) রাজযোগ (বৈদান্তিক:):—যে সাধক জ্ঞানযোগ সাধনে অক্ষম, তিনি রাজযোগ সাধন করিবেন। মানসিক কৌশল অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তির দার্ঢ্য সাধন পূর্ব্বক চিত্ত-বৃত্তিরোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্ব্বাণ) লাভ করা যায়, তাহার নাম রাজযোগ। রাজযোগ-প্রণালী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আত্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে; দ্বিতীয়ে আত্মসাক্ষাৎকার ও তদ্দ্বারা জীবাত্মার পরমাত্মভাবে পরিণত হওয়ার কৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমভাগ—তিন প্রকরণে বিভক্ত; যথা—

(১) দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবৃত করণ।

(২) পরমাত্মা কিরূপে জীবাত্মরূপে পরিণত হইলেন, তাহার বিবরণ।

(৩) জীবাত্মা কিরূপে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, তাহার বিধয়।

পরমাত্মার দুইভাব রাজযোগ ব্যক্ত করেন। (১) নিষ্ক্রিয়-ভাব বা নিবৃত্তি-ভাব (২) প্রবৃত্তি-ভাব। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে তিনটী নাড়ী অবতরণ করিয়া লিঙ্গমূলে কুণ্ডলীতে সংযোজিত হইয়াছে। এই অংশের নাম "সুষুম্না-যন্ত্র।" পরে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ব্রহ্মরন্ধ্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অংশের নাম "কুম্ভক"-যন্ত্র। সুষুম্না যন্ত্রে প্রবৃত্তিভাব ও দ্বাদশ বৃত্তির উদয় বিদ্যমান। কুম্ভক-যন্ত্রে নিবৃত্তি-ভাব এবং দ্বাদশ বৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থানের ক্রিয়া-কৌশলের উপদেশ আছে। আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাব হইতে যে দ্বাদশবৃত্তি বা আভাসের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—

(১) চিৎ বা জ্ঞানতন্মাত্রের স্বয়ম্প্রকাশ।

(২) বিজ্ঞান বা বুদ্ধি-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৩) জ্ঞান-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৪) প্রজ্ঞা তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৫) স্মৃতি-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৬) চিত্ত-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৭) বাসনা ও কল্পনা-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৮) বিবেচনা-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(৯) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা বিচারবৃত্তি-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১০) রিপু ও ভাব-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১১) জ্ঞানেন্দ্রিয়-তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

(১২) প্রাকৃতিক এবং ভৌতিক তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস।

এই দ্বাদশ বৃত্তি সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাহার সাধন-প্রণালী গুরুবক্ত্রগম্য। রাজযোগ মধ্যম। একেবারেই কিছু সমস্ত চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া নির্ব্বিকল্প-সমাধি দ্বারা সহজ হয় না, তজ্জন্য প্রথমে ক্রম অনুসারে এই দ্বাদশবৃত্তির লয় করিতে হইবে। ঐ বৃত্তিগুলির লয় হইলে পরে 'আপনাকে শূন্য-ভাবনা'রূপ ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্ব-বৃত্তি-রোধ-পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প-সমাধি করিতে হইবে। এই দ্বাদশ বৃত্তির সম্পূর্ণ ভাবে লয়-সাধন-ক্ষমতা-প্রাপ্তির জন্য প্রত্যাহার-সাধন করিতে হইবে।

প্রত্যাহার-সাধন হইতে রাজযোগের প্রকৃত ক্রিয়া আরম্ভ। প্রাণায়াম, রাজযোগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। তবে প্রত্যাহার সাধনে একান্ত অক্ষম হইলে, রাজযোগ-প্রণালী অনুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার, পরে ধ্যান, তৎপর সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি। উহার পরিপাকাবস্থায় নির্ব্বিকল্প-সমাধির পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বৃত্তির লয় করিতে হইবে। এই নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে নির্ব্বাণ বা ঐশিতত্ত্বের রহস্য "আপনাকে শূন্য জ্ঞান করিবে।" ইহা রাজযোগের বিশেষ উপদেশ। [সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য]

(৪) হঠযোগঃ—রাজযোগে অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে হঠযোগ ব্যবস্থা। যিনি মনের উপর বিশেষ ভাবে আধিপত্য করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজযোগের অধিকারী, আর যে মানব দেহসর্ব্বস্ব, মনের উপর যাহার আধিপত্য নাই বা যে আধিপত্য করিতে পারে না,—সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মবিচারের সহিত হঠযোগ সাধন করিবে। সেইজন্য হঠযোগ অধম। শারীরিক কৌশলাদির অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বীজ সমাধি-দ্বারা চিত্তবৃত্তি-রোধ করিয়া যে যোগ (বা নির্ব্বাণ) লাভ করা যায়, তাহাকে হঠযোগ বলে।

সমস্ত চিত্তবৃত্তি একেবারে রুদ্ধ করা যায় না। সেইজন্য অগ্রে বিশেষ বিশেষ বৃত্তিগুলি জয় করিতে হইবে। এই বিশেষ বিশেষ বৃত্তিগুলি নবচক্রের এক এক চক্রে অবস্থিত। তাহাদিগের নাম যথা ;—

(১) মূলাধার (পৃথ্বীতত্ত্ব) গুণ—গন্ধ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসিকা. কর্ম্মেন্দ্রিয়—উপস্থ, সদ্‌গন্ধাদি অনুভব, এবং রমণাদি-জনিত মনের মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি এই চক্রোদ্ভূত।

(২) স্বাধিষ্ঠান (জলতত্ত্ব):—গুণ—রস, জ্ঞানেন্দ্রিয়—জিহ্বা, কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু, মধুরাদি নানাবিধ রসাস্বাদন, এবং ত্যাগজনিত মনের মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি। আরও এই পদ্মের ছয় দল। এই ছয় দলে,—প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ, ক্রূরতা এই ছয় বৃত্তি আছে।

(৩) মণিপুর (তেজস্তত্ত্ব):—গুণ—রূপ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—[illegible] কর্ম্মেন্দ্রিয়—পাদ, সুন্দরাসুন্দর দর্শন, এবং গমনাগমন জনিত মনের মুগ্ধতা—এই সমস্ত বৃত্তি। এই দশ দলে—লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয়—এই দশ বৃত্তি আছে।

(৪) অনাহত (বায়ুতত্ত্ব):—গুণ স্পর্শ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—ত্বক্, কর্ম্মেন্দ্রিয়—হস্ত, সুকোমল ও কঠিন স্পর্শন, এবং গ্রহণ-জনিত মনের মুগ্ধতা-এই সমস্ত বৃত্তি। এই পদ্মের দ্বাদশ দল। এই দ্বাদশ দলে—আশা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক এই দ্বাদশ বৃত্তি আছে।

(৫) বিশুদ্ধ (আকাশতত্ত্ব):—গুণ-শব্দ, জ্ঞানেন্দ্রিয়—কর্ণ, কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ সুমধুর—বাক্য ও শব্দাদি-শ্রবণ, এবং মনোভাবের অভিব্যক্তি, পরস্পর আলাপাদি-জনিত মনের মুগ্ধতা-এই সমস্ত বৃত্তি। আরও চক্রে বিশেষ ক্রিয়া আছে। মানুষ যে সর্ব্বদা সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহাতে সে বদ্ধ হইতেছে এবং তাহা হইতে অসদ্‌বৃত্তি উদ্ভাসিত হইতেছে। হঠযোগ বলেন—এই পদ্মে সদসৎ

কর্ম্মের নিয়োজিকা এক প্রকার শক্তি আছেন, তাঁহার নাম সদাশিব। সাধন দ্বারা এই শক্তি জয় করিলে, তবে, সদসৎ-কর্ম্মের প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যাইবে।

(৬) ললনা (গুপ্তচক্র):—ইহার দ্বাদশ দল; দ্বাদশদলে—শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সম্ভ্রম, উর্ম্মি ও শুদ্ধতা এই দ্বাদশটী বৃত্তি আছে।

(৭) আজ্ঞাচক্র (জ্ঞানপদ্ম:—এই চক্রকে রুদ্রগ্রন্থি বলে, এই চক্র ভেদ করিতে না পারিলে কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারে যাইতে পারে না। সেইজন্য সাধককে এই চক্র ভেদ করিতে হয়। আরও এই পদ্মে আত্মজ্যোতি-দর্শন হয়। এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্তই ত্রিগুণের স্থান। আজ্ঞাচক্র হইতে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণ, বিশুদ্ধ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত রজোগুণ, এবং তন্নিম্নে তমোগুণের স্থান। এই চক্রের উপর উঠিতে পারিলেই ত্রিগুণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, ত্রিগুণাতীত হইতে পারা যায়।

(৮) মনশ্চক্র (গুপ্তচক্র):—এই চক্রে মন অবস্থিত। ইহার ছয়টি দল। ইহার এক এক দলে—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রাণোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন এই কয়েকটী বৃত্তি আছে। এই চক্রের কোন দল শ্বেত, কোন দল রক্ত ইত্যাদি। ইহার কারণ, মনে যখন যে গুণ প্রবল হয়, তখন দলগুলি সেই বর্ণে রঞ্জিত হয়। কোন গুণের কোন বর্ণ, তাহা গুরুবক্ত্রগম্য।

(৯) সোমচক্র (গুপ্তচক্র):—ইহার ষোড়শ দল। এক এক দলে কৃপা, মৃদুতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য্য, একাগ্রতা এই কয়েকটী বৃত্তি আছে।

সাধক গুরূপদেশ অনুসারে প্রতিচক্রে ক্রম অনুসারে প্রাণবায়ু উত্তোলন করিয়া এক এক চক্রে গুরূপদিষ্ট-সময়ানুসারে উক্ত প্রাণবায়ুকে বিশ্রাম করাইয়া ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠাইতে থাকিবেন। ইহাতে ক্রমে ক্রমে এক এক দল ও সেই সেই দলের বৃত্তিগুলি রুদ্ধ হইবে। এই নবচক্রস্থিত বৃত্তি গুলি জয় করিতে পারিলেই তবে সর্ব্ব-বৃত্তি-রোধ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। তবে এই চক্রে প্রাণবায়ু উত্তোলন পূর্ব্বক যে ক্রিয়া, তাহা অতীব কঠিন ব্যাপার। ইহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-সাধন আয়ত্ত না হইলে একাজ হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য সর্ব্ব-প্রথমে ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীর শোধন করিতে হইবে। ষট্‌কর্ম্ম যথা—ধৌতি, নেতি, লৌকিকী, বস্তি, ত্রাটক ও কপালভাতি। (গুরুবক্ত্রগম্য) পরে আসনসিদ্ধি ও নাড়ী-শোধন করিয়া প্রাণায়াম আরম্ভ করিতে হইবে। প্রাণায়াম অভ্যাস জন্য 'মুদ্রা' অভ্যাস করিতে হয়। কারণ (আসনবদ্ধ হইয়া) মুদ্রা-যোগে প্রাণায়াম করিলে অতি-শীঘ্র প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামের প্রথম অবস্থাতে দশবিধ নাদ ক্রমে শ্রবণগোচর হয়। দশবিধ নাদ যথা—(১) "চিনিনাদ"—ইহাতে ক্লান্তি বোধ হয়। (২) "চিঞ্চিনিনাদ"—ইহাতে শরীরকম্প, (৩) "ঘণ্টানাদ"—ইহাতে দুর্ব্বলতা, (৪র্থ) "শঙ্খনাদ"—ইহাতে শিরঃকম্প, (৫ম) "তন্ত্রীনাদ"—ইহাতে অমৃতস্রাবের অনুভব (৬ষ্ঠ) "তালনাদ"—ইহাতে অমৃতপান (৭ম) "বেণুনাদ"—ইহাতে বিজ্ঞান অর্থাৎ

বিশিষ্ট সূক্ষ্মজ্ঞানের প্রকাশ (৮) "মৃদঙ্গনাদ"—ইহাতে বাক্যসিদ্ধি (৯ম) "ভেরী-নাদ" ইহাতে অন্তর্ধানশক্তি ও দিব্যদৃষ্টি (১০ম) "মেঘনাদ"—ইহাতে সাক্ষাৎ অনাদি ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায়। প্রাণায়ামের দ্বিতীয় অবস্থাতে ভেক-গতি হয়। প্রাণায়ামের তৃতীয় অবস্থাতে ভূমিত্যাগ। এই সময়ে সমস্ত পার্থিব আকর্ষণের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ভূমিত্যাগের পরই আত্মজ্যোতি দর্শন হয়। প্রাণায়াম-ক্রিয়া শেষ হওয়ার মধ্যেই নবচক্রে প্রাণবায়ু চালনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক্ প্রাণায়াম-প্রত্যাহার সাধন করিতে হইবে। ১০মিনিট ২৮ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত কুম্ভক করিবার শক্তি হইলে প্রত্যাহার সিদ্ধ হয়। পরে ধারণার অধিকারী হওয়া যায়। ২১ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড কুম্ভক করিবার শক্তি জন্মিলে ধারণা অভ্যাস করা যায়। পরে ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। ধ্যানকালে ৪৩ মিনিট ১২ সেকেণ্ড কুম্ভক করিতে হয়। ধ্যান তিন প্রকার যথা—১ম সমিতাধ্যান, ২য় সানন্দধ্যান, ৩য় প্রকৃতি-লয় ধ্যান। সমিতাধ্যান,—কেবল "ওঁ" অথবা কিঞ্চিৎ তমোগুণ-মিশ্রিত সাংখ্যশাস্ত্রের শেষ পঞ্চতত্ত্বের কোন একটা তত্ত্বের ধ্যান করার নাম সমিতাধ্যান। এ অবস্থায় আপন শরীরের অস্তিত্ব অনুভব হয় না। সানন্দধ্যানঃ—অহং-বোধ হ্রাস হইয়া মন যখন নিজ সূক্ষ্ম কারণে বিলীন হয়, তখন তাহাকে সানন্দ ধ্যান বলে। প্রকৃতিলয় ধ্যানঃ—শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বা ঈশ্বরে 'অহং' সহিত ধ্যান করিলে, তাহার নাম প্রকৃতি-লয় ধ্যান। এ অবস্থায় সমস্ত পদার্থই আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার ধ্যানের মধ্যে 'অহং ভাবে'র কিছু কিছু বোধ থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন 'অহং বুদ্ধি' সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তখনই সমাধির সূত্রপাত হয়। ১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড বা ততোধিক কাল কুম্ভক করিবার শক্তি জন্মিলে সমাধি-সিদ্ধি হয়। সমাধি দুই প্রকার; যথা—(১) সবীজ (২) নির্বীজ। সবীজ সমাধিতে পূর্ব্বসংস্কার কেবল বিলীন থাকে মাত্র, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, এজন্য সবীজ-সমাধিমান্ পুরুষকে ঐ সমস্ত সংস্কার রাশি পুনঃ জাগ্রত দশায় আনিতে পারে, এবং সে সমাধি আপনা আপনি ভঙ্গ হয়; কিন্তু নির্বীজ সমাধিতে পূর্ব্ব-সংস্কার সমস্তই নষ্ট হয়, এজন্য সমাধিমান্ পুরুষের সমাধিভঙ্গ হয় না। এই নির্বীজ-সমাধিকালে মনের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়; তখন আত্মা ভিন্ন আর কোন কিছুরই বিকাশ থাকে না। এই সময়েই চিরতরে সমস্ত চিত্তবৃত্তি একেবারে রুদ্ধ হয়। শরীর ধারণ পর্য্যন্ত এই অবস্থায় স্থিতির নামই ব্রাহ্মীস্থিতি। পরে এই অবস্থায় থাকিয়া শরীর ত্যাগে—'নির্ব্বাণ' লাভ হয়।

(সবিশেষ তত্ত্ব গুরুবক্ত্রগম্য)

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী।

অসবর্ণ-বিবাহ কি শাস্ত্র-সম্মত ? *

(আলোচনার্থ প্রশ্ন।)

অসবর্ণবিবাহ লইয়া বর্ত্তমানে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। একদল ইহার প্রতি

* প্রশ্নকর্তা, সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দুপত্রিকার শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকবর্গ

খড়্গহস্ত, আর একদল ইহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত,—একপক্ষ ইহাতে বাধা দিতে চাহেন, অপরপক্ষ ইহার 'স্বাগত' প্রচার করেন। জগতের প্রথাই এই, সকলে সব সমর্থন করে না, করিতেও পারে না। শাস্ত্রজ্ঞগণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ ও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া উভয়পক্ষের যুক্তিজাল ভেদ করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হউন্। ইহাই আমরা চাই। কেবল আন্দোলনে সহায়তা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যাঁহারা অসবর্ণবিবাহ অন্যায় বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনে করেন, উহার ফলে হিন্দুত্ব নষ্ট হইবে, হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে—ভাবেন, তাঁহাদের প্রতি অসবর্ণবিবাহ-সমর্থনকারিগণের বক্তব্য এই যে, "অসবর্ণবিবাহের কথা শাস্ত্রে বহুস্থানে দেখা যায়—

ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃস্মৃতে, তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ।" শূদ্র, শূদ্র-কন্যা বিবাহ করিবে, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্য, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারে—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারে। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকন্যা-বিবাহ প্রশস্ত নহে, শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণের স্ত্রী হইলে, সে সহধর্ম্মিণী হইবে না, রতিবর্দ্ধিনী মাত্র হইবে, এরূপ কথাও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। একই ব্যক্তির যদি ভিন্ন বর্ণের ২।৩ স্ত্রী থাকেন, তবে বর্ণ-শ্রেষ্ঠতা অনুসারে তাঁহাদের সম্মান হইবে, এরূপ উল্লেখও শাস্ত্রে আছে। স্বামীর সবর্ণা স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিবে, অসবর্ণা স্ত্রী সবর্ণার এই প্রাধান্যে আপত্তি করিতে পারিবে না, ইহাও ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখা যায়। এগুলি কি অসবর্ণবিবাহের প্রমাণ নয়? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের কন্যা বিবাহ করিলে, অনুলোম বিবাহ হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করে, তবে সেই বিবাহ প্রতিলোম-বিবাহ। প্রতিলোম-বিবাহ শাস্ত্রে নিন্দিত। মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থে অনুলোম-বিবাহের দৃষ্টান্ত ত আছেই, অধিকন্তু নিন্দিত প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। রাজা যযাতি, ব্রাহ্মণদুহিতা দেবযানির পাণিগ্রহণ করেন, ইহাত সকলেই জানেন। এই বিবাহ প্রতিলোম-বিবাহ। ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনু, ধীবর-কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ অক্ষমালা অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণ করেন। ঋষি মন্দপাল হীন জাতীয়া সারঙ্গীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সৌভরি, ক্ষত্রিয়-রাজার কতিপয় কন্যা বিবাহ করেন—অনুলোম বিবাহের এইসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সংবাদ ত সকলেই রাখেন! অসবর্ণবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ত নহেই, বরঞ্চ সমধিক শাস্ত্রসম্মত। অসবর্ণবিবাহে আর্য-সমাজ ভাঙ্গে নাই, এখন ভাঙ্গিবে কেন? স্বাধীন হিন্দু রাজ্য নেপালে, অদ্যাপি হিন্দুর মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে। তথাকার হিন্দুসমাজে অসবর্ণবিবাহের জন্য কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই ত! অসবর্ণবিবাহ আমাদের মধ্যে বহুদিন না থাকায় আমরা উহাকে আশঙ্কার চ'খে দেখি, সে কেবল অনভ্যাসদোষে! বস্তুতঃ উহাতে অনিষ্টশঙ্কা নাই, উহা দ্বারা সমাজের প্রসার হইবে এবং কন্যা দায় সমস্যার সুমীমাংসা হইবে।"

অথবা যে কোনও যোগ্য ব্যক্তি নাতিবৃহৎ প্রবন্ধে সংশয়নিরাসে প্রয়াস পাইলে সাদরে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। হিঃ পঃ সঃ।

অসবর্ণবিবাহের বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, "ঐ সকল শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত বা প্রমাণের দ্বারা বর্ত্তমানকালে অসবর্ণবিবাহ সঙ্গত বলিয়া বুঝা যায় না! প্রাচীনকালে ঐরূপ বিবাহের ফলে অনুলোমজ-প্রতিলোমজ-সঙ্কীর্ণ-জাতিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল! তৎপরে প্রয়োজন না থাকায় শাস্ত্রকারগণ উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন! আদিপুরাণে কতকগুলি কার্য্য কলিকালে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে! ঐস্থানে অশ্বমেধ, গোপশুবধ, নিয়োগধর্ম্মে পুত্রোৎপাদন প্রভৃতির নিষেধ করা হইয়াছে! উহার মধ্যেই 'কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ' আছে, অর্থাৎ অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করাও দ্বিজগণের পক্ষে অকর্ত্তব্য ;—একথা ঐস্থানেই বলা হইয়াছে! সুতরাং নেপালের শূদ্র ও শূদ্রবৎ পতিত ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে অসবর্ণবিবাহ থাকিলেও শিক্ষিত সদাচার ভারতীয় হিন্দু-ত্রৈবার্ণিক সমাজে উহা থাকিতে পারে না! এখন আর অনুলোমজ-প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণজাতির আবির্ভাবের প্রয়োজন নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি নিরর্থক! আর্যসমাজে তপস্যার প্রভাবে সকল সমস্যার মীমাংসা হইত! এখন সে তপস্যা কোথায়? অসবর্ণবিবাহ ত অধুনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, পক্ষান্তরে যে সব কার্য্য শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহার ব্যবস্থা করিলেই কন্যাদায়সমস্যার সুমীমাংসা হয়। ব্রাহ্মণের রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্চনদস্থ—প্রভৃতি শাখার মধ্যে আদান প্রদান শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কায়স্থের বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয় প্রভৃতি শাখার মধ্যে দানাদান অশাস্ত্রীয় নয়! এইসব শাস্ত্রসম্মত সংস্কার প্রচার করিলেই সহজে যে গোল চুকিয়া যায়, তাহার জন্য কলিতে অবৈধ অসবর্ণবিবাহের আয়োজন কেন? অসবর্ণবিবাহ সঙ্করকারক ও পাতিত্যজনক!"

অসবর্ণ বিবাহের সমর্থকগণ বলেন—"ধর্ম্মশাস্ত্রে—স্মৃতি-সংহিতায় অসবর্ণ বিবাহের নিষেধ নাই, মহাপুরাণেও নাই! আদিপুরাণের প্রমাণ স্মৃতিবিরুদ্ধ বিধায় অপ্রমাণ! শাস্ত্রে আছে—শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাৎ দ্বয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥ শ্রুতির সহিত স্মৃতিপুরাণের বিরোধ হইলে শ্রুতিপ্রমাণ বলবৎ হয়, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ হইলে, স্মৃতি-প্রমাণ বলবৎ হয়! আদিপুরাণ অপেক্ষা স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল, সুতরাং অসবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। অসবর্ণবিবাহ দ্বারা হিন্দুসমাজের ধ্বংসোন্মুখতার প্রতীকার হইতে পারে। একই জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে দানাদান প্রচলিত হইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যাঁহারা হিন্দুজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা অসবর্ণবিবাহ সমর্থন না করিয়া পারিবেন না। যাহাতে হিন্দুজাতি ধ্বংসকবল হইতে রক্ষা পায়, সেই হিতকর অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।"

উভয়পক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে বলা হইল। এখন সমাজের হিতকাঙ্ক্ষী মনীষিবর্গকে অসবর্ণবিবাহের উপকারিতা এবং অপকারিতার আলোচনা ও অবধারণ করিতে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ইতি।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সামাজিক

গোময়ের পবিত্রতা ও উপকারিতা।

(১)

মঙ্গলময়ের মঙ্গল-বিধানাবলী সম্বন্ধে স্থির-চিত্তে চিন্তা করিলে ধারণা হয় যে, স্থূলবুদ্ধি মানবগণ যে সকল পদার্থকে অতিতুচ্ছ ও ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করেন, শিবদাতা ধাতা, সেই সব বস্তুতেই মানবের মঙ্গলকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে গোজাতির উপর দেবত্ব আরোপকারী, আর্য্যবংশধরগণের মধ্যে গোপালন সম্বন্ধে যেরূপ অনাদর দৃষ্ট হয়, অন্যদেশস্থ গোখাদক জাতি সমূহের মধ্যেও সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এই গোকুল আমাদের কত উপকারী—তাহা বর্ণনাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অমৃতোপম গোদুগ্ধ ও তজ্জাত ভক্ষ্য-নিচয় কিম্বা গোজাতির শ্রম-জাত শস্য-সম্পদের কথা ত দূরে, এমন কি, গোময় অর্থাৎ গোবিষ্ঠা পর্য্যন্তও যে আমাদের স্বাস্থ্যসাধক ও পবিত্রতাদায়ক, তাহাতে সংশয় নাই। যাঁহারা ফলমূলাশী হইয়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজ্যের সম্রাট্‌ ছিলেন, যাঁহারা কুটীরকোণে বসিয়া সমগ্র সংসারের জ্ঞাতব্য-বিষয়চয় করামলকবৎ দেখিতেন, সেই আর্য্য ঋষিগণ-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র, গোময়েরও মহিমা প্রচার করিয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, বিধানসপ্তমী-ব্রতে ফাল্গুনমাসে যবমাত্র গোময় ভক্ষণ বিধেয়। ইহাতে বোধহয় গোময় পবিত্র।

ঋষি জাবাল বলেন—

"কেশকীটাবপন্নঞ্চ স্ত্রীভিঃ স্পৃষ্টং তথৈবচ,
খোদক্যাশূদ্রসংস্পৃষ্টং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।"

অর্থাৎ কেশ ও কীটযুক্ত, শূদ্রা স্ত্রী কর্তৃক স্পৃষ্ট, কুক্কুর স্পৃষ্ট, ঋতুমতী ও শূদ্র-সংস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলে যে পাপ হয়, পঞ্চগব্য সেবনে তাহা বিদূরিত হয়। পঞ্চগব্যের মধ্যে গোময় আছে। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র পঞ্চগব্য।

মহর্ষি হারীত বলেন—

"মৎস্যাকণ্টকশম্বুক-শঙ্খশুক্তি-কপর্দ্দকান্,
পীত্বা নবোদকঞ্চৈব পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।"

অর্থাৎ—মৎস্যের কণ্টক, শম্বুক, শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক) কপর্দ্দক (কড়ি) ও নবোদক পান করিলে যে পাপ হয়, পঞ্চগব্য-সেবনে তাহার নাশ হয়।

অঙ্গিরা বলেন—

"যস্তু চাণ্ডাল-সংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয়মকামতঃ।
সতু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধার্থমাত্মনঃ॥"

অর্থ যথা—যে ব্যক্তি অনিচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডাল-সংস্পৃষ্ট জল পান করে, সে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য কষ্ট সাধ্য সান্তপনব্রত আচরণ করিবে। সান্তপনব্রতে গোময় ভক্ষণ করিতে হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"কুশোদকঞ্চ গোক্ষীরং দধিমূত্রং শকৃদ্ঘৃতম্।
প্রাশ্যাপরেহহ্ন্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরন্॥"

কুশোদক, গোদুগ্ধ, গব্য দধি, গোবিষ্ঠা ও গব্যঘৃত একত্র ভক্ষণ করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে,—ইহার নাম সান্তপন। যে শ্রীনারায়ণ-শিলা গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, সর্ব্ব অশুভ বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীনারায়ণ-শিলার অভিষেক কার্য্যে গোময় একটী প্রধান ও প্রথম প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহা ছাড়াও বহুল কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া গোময়, দেশের পবিত্রতা ও স্বাস্থ্য প্রদান করিতেছে। শাস্ত্রে, যে কোন মাঙ্গলিক কার্য্য ও

দেবার্চ্চনাদির স্থান পবিত্র ও পরিষ্কৃত করিবার জন্য গোময়োপলেপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। গৃহাদির দুর্গন্ধ নিবারণ ও পরিচ্ছন্নতা সাধন-জন্য গোময়ের—দৈনন্দিন বহুল ব্যবহার প্রচলিত আছে। সদ্যোগোময়োপলিপ্ত স্থান দর্শন করিলে মনে পবিত্রতা আসে। গোময়ের একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে, যে কোন আর্দ্রস্থান—যাহা একদিনেও শুষ্ক হওয়া কঠিন—সেইস্থান গোময়োপলিপ্ত হইলে, এক প্রহরের পূর্ব্বেই ভালরূপ শুষ্ক হয়. ধর্ম্মশাস্ত্রে গোময়ের পবিত্রতা জ্ঞাপক বহু প্রমাণ রহিয়াছে, যাহা উদ্ধৃত করিলে, বৃহদকার গ্রন্থে পরিণত হয়, বাহুল্যভয়ে সে সকল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা ঋষিগণের জ্ঞানগাম্ভীর্য্য ও অলৌকিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা উদ্ধৃত করটি প্রমাণ দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন যে, গোময় একটী পবিত্র দ্রব্য। আয়ুর্ব্বেদ, গোময়ের উপকারিতা বিষয়ে যাহা প্রচার করেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। প্রাচীন গ্রন্থ সুশ্রুতসংহিতার চিকিৎসিত স্থানে নবম অধ্যায়ে, কুষ্ঠচিকিৎসিতে 'মহানীল' নামক ঘৃতপাক-বিধানে উক্ত হইয়াছে; 'শকৃদ্রস দধিক্ষীরং মূত্রানাম্ পৃথগাঢ়কম্' ইত্যাদি। শকৃদ্রস শব্দে গোময়রসকে বুঝাইতেছে, যথা "শকৃদ্রসো গোময়রসঃ" ইতি "পরিভাষাপ্রদীপে"। উপরিলিখিত শ্লোকাংশের অর্থ এই যে, গোময় রস ১৬ সের, দধি ১৬ ষোলসেরও দুগ্ধ ষোলসের—একত্রিত এই সমস্ত দ্রব্য "মহানীল" নামক ঘৃতজ্বালে প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে গোময়রসই প্রথমে কথিত হইয়াছে।

সুশ্রুতসংহিতার মহাকুষ্ঠ-চিকিৎসিতাভিধ দশমাধ্যায়ে আছে—"গোশকৃদ্ ভূতানাং বা যবানাং শক্তূন্ কারয়িত্বা পায়য়েৎ" গাভীকে ভরপেট্ যব খাওয়াইলে তাহার বিষ্ঠার সহিত যে অপরিপক্ক যব নিপতিত হইবে, তাহাদ্বারা শক্তু (ছাতু) প্রস্তুত করিয়া, ঔষধাদির ক্বাথসহ পান করাইলে রোগী নিরাময় হইবে। এই কুষ্ঠচিকিৎসিতে আরও দেখা যায়—"গোময়-মৃদাবলিপ্তমবকীর্য্যেন্ধনৈর্গোময়মিশ্রৈরাদীপয়েৎ যথাস্ত দহ্যমানস্য রসঃ প্রবত্যধস্তাৎ"। ইত্যাদি। উদ্ধৃতাংশের অর্থ যথা—কলসকে গোময়মিশ্র-মৃত্তিকা দ্বারা অবলিপ্ত করিয়া বৃক্ষের মূলদেশ ছেদন পূর্ব্বক মৃত্তিকার নিম্নে স্থাপিত করিবে, তৎপরে গোময়মিশ্র ইন্ধন (কাঠ) দ্বারা খদির-বৃক্ষটির চারিদিকে সেইরূপে জ্বালাইয়া দিবে, যাহাতে বৃক্ষস্থ সমস্তরস বিগলিত হইয়া নিম্নস্থ কলসটীর মধ্যে নিপতিত হয়। ইহা কুষ্ঠের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কুষ্ঠরোগাধিকারে "সোমরাজী তৈল"-পাকে গোময়ের প্রয়োজন। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে আছে—আকন্দ, শ্বেতকরবী, ছাতিমছাল ও গোময় ইত্যাদি দ্রব্য "সোমরাজী তৈলের" কল্ক—পাকে প্রয়োজনীয়। কুষ্ঠরোগোক্ত "মরীচ্যাদি তৈলে" গোময় প্রয়োজনীয়, প্রমাণ যথা—"শকৃদ্রসঃ বিশালা" ইত্যাদি "ভৈষজ্যরত্নাবলী"। অর্থ যথা—গোময়-রস ও রাখালশসার রস ইত্যাদি দ্বারা তৈলপাক-বিধানমত কটু (সার্ষপ) তৈল পাক করিতে হইবে। "বৃহন্মরীচ্যাদি তৈলে"ও গোময় প্রয়োজনীয়—প্রমাণ যথা—"মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ" ইত্যাদি ভৈষজ্যরত্নাবলী। উদ্ধৃতাংশের অর্থ যথা—গোলমরিচ, তেউড়ী, দন্তী, আকন্দের আটা ও গোময়রস ইত্যাদি দ্বারা তৈলপাক-বিধানে উক্ত তৈলটী পাক করিবে।

কন্দর্পসার তৈলেও গোময়ের প্রয়োজন। গোময়, আকন্দ ও সেজিগাছের পত্র ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা উক্ত তৈলটির পাক করিতে হয়। এই সকল তৈলের উপকারিতার সীমা নাই, সুতরাং গোময়ের উপকারিতাও অসাধারণ।

বাতরক্তরোগ-চিকিৎসাতেও গোময় প্রয়োজনীয়; যথা,—

"শারিবেদ্বে সপ্তপর্ণা গোময়স্য রসস্তথা" ইত্যাদি—"মহারুদ্রগুড়ুচী তৈল"-পাক-বিধানে "ভৈষজ্যরত্নাবলী"। সংস্কৃতাংশের অর্থ এই যে অনন্তমূল, শ্যামালতা, ছাতিমছাল ও গোময়-রস ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈলের উপকারিতা অসীম। কুষ্ঠরোগের ন্যায় নিন্দনীয়, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি আর নাই। এই রোগের গোময় একটী প্রয়োজনীয় ভেষজ। শুষ্কগোময়কে করীষ বলে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য (লৌহাদি ধাতুকে ভেষজরূপে ব্যবহার করিতে) করীষ (শুষ্ক গোময়) দ্বারা বহু পুট (পোড়) দিতে হয়। অনেকেই অবগত আছেন যে, প্লীহা অথবা যকৃৎ বর্দ্ধিত হইলে গোময় উত্তপ্ত করিয়া পীড়াস্থানে স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

শ্বেতবর্ণ—দগ্ধ—গোময়োপলেপনে বসন্তরোগীর গাত্রচিহ্ন নষ্ট হয়। গোময়ের বিষনাশকতা প্রত্যক্ষ; কোনও স্থানে "এড়াবিষ" লাগিলে সেইস্থান স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। যদি "এড়াবিষ"যুক্ত স্থানে সদ্যোগোময় দেওয়া যায়, তবে রোগের আশঙ্কা থাকে না। গোময় উৎকৃষ্ট সার। অতএব দেখা যাইতেছে, গোময়ের ন্যায় উপকারী দ্রব্য আমাদের খুব কমই আছে।

শ্রীউষানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ।
সংস্কৃতশিক্ষক, সম্মিলনী বিদ্যালয়,
যশোহর।

মুনিবংশ।

(৩)

অঙ্গিরাবংশ।

(মহাভারত ৩।২১৭।৯)

ব্রহ্মার তৃতীয়পুত্রের নাম মহর্ষি অঙ্গিরা।(১) মহর্ষির শুভা নাম্নী (২) সহধর্ম্মিণীর গর্ভে বৃহস্পতির জন্ম হয়। বৃহস্পতি (বৃহৎ+পতি) দেবগণের পুরোহিত বলিয়া 'দেবগুরু' বা "গুরু" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৩) কিন্তু দেবকার্য্য-সাধনার্থে সুরগুরু বৃহস্পতি দৈত্য গুরু শুক্র আচার্য্যের রূপ-ধারণে দৈত্যগণকে কুনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। (৪)

বেদ-মতে (ঋঃ ৪।৫০।৪) পরমব্যোমে মহঃ জ্যোতি হইতে বৃহস্পতি প্রথম জন্ম গ্রহণ করেন। (৫)

বেদে (৪।৪০।১) বৃহস্পতিকে আঙ্গিরস (অঙ্গিরার অপত্য) বলা হইয়াছে।

বেদে (৮।৬৩ ৪) বৃহস্পতি আর্ক্ষ (ঋক্ষ-সপ্তর্ষিমণ্ডল—পুত্র) নামে অভিহিত হইয়াছেন। (৬)

---

(১) অঙ্গিরা সপ্তর্ষি মণ্ডলের (The great Bear) বৃহত্তম তারায় অধিষ্ঠিত আছেন।

(২) বিষ্ণুপুরাণ (১।৮) ও হরিবংশের (৩।৪২) মতেঃ—অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রোমনোজবঃ।

(৩) গুরুঃ তু গীষ্পতৌ শ্রেষ্ঠে.....

(৪) অতি প্রাচীনকালে প্রভাতী তারা (শুক্রগ্রহ) 'বৃহস্পতি গ্রহ' বলিয়া কিছুদিন গৃহীত ছিল।

(৫) বৃহস্পতিঃ প্রথমংজায়মানঃ মহঃ জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।

(৬) পুরাণ-মতে বৃহস্পতি চিত্রশিখণ্ডিজ

বেদে (২২৬।৩) বৃহস্পতিকে "দেবানাম্ পিতরম্" অর্থাৎ দেবগণের পিতা—বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বেদমতে (১।৪০।৮ ; ১০।৫৩।৯) বজ্রধর বৃহস্পতি রণে অজেয়।

বেদমতে (২।২৪।৮ ; ১০।১৮২।৩) বৃহস্পতি সুদৃঢ় ক্ষিপ্র ধনু ধারণ করেন।

বেদমতে (৭।৯৮।৭) বৃহস্পতি খড়্গধর।

বেদমতে (২।২৩।১) বৃহস্পতি "গণানাং গণপতিঃ" অর্থাৎ দেবসেনার নায়ক। (৭)

বেদমতে (২।২৩।২) বৃহস্পতি "ব্রহ্মণাম্ জনিতা" অর্থাৎ বেদমন্ত্রের জনয়িতা। এবং তিনি ব্রহ্মণস্পতি নাম ধারণ করেন।

বেদমতে (২।২৩।১) বৃহস্পতি "জ্যেষ্ঠ-রাজঃ" অর্থাৎ রাজশ্রেষ্ঠ বা সম্রাট্।

বেদমতে (৭।৯৭।৩) বৃহস্পতি 'ইন্দ্র' নাম ধারণ করেন। (৮)

বৃহস্পতির পত্নী চান্দ্রমসীর গর্ভে শংযু জন্ম গ্রহণ করেন।

ভরদ্বাজ।

শংযুর পত্নী সত্যাদেবীর গর্ভে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। (৯) ভরদ্বাজ মহর্ষি বাল্মীকির প্রিয় শিষ্য ছিলেন। যে উত্তরবাহিনী তমসা নদী (the Tons) প্রয়াগের দূর—পূর্ব্বে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে, একদা সেই ক্ষুদ্র তমসার তীরে শিষ্য ভরদ্বাজ, আচার্য্যের কলস ও বল্কল-ভার লইয়া স্নানার্থী মহর্ষির অনুগমন করিয়াছিলেন। এবং মহর্ষি ক্রৌঞ্চ-বধ-দর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া "পাদবদ্ধ অক্ষরসম তন্ত্রীলয়-সমন্বিত শ্লোক" উচ্চারণে নিষাদকে ভৎসনা করিলে, এই তীক্ষ্ণধী শিষ্য "এই পদ্ম যশোলাভ করিবে" বলিয়া আচার্য্যকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ক্ষুদ্র তমসা অমরত্ব লাভ করিয়াছে এবং ভাবী হিন্দুকবিসমাজে এই ক্ষুদ্রনদী পরমতীর্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রম বর্ত্তমান আছে।

মহর্ষি ভরদ্বাজ "অস্ত্রজ্ঞ-প্রধান" ছিলেন এবং ঋষি অগ্নিবেশ তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

ভরদ্বাজের ভার্য্যার নাম বীরা। ইনি 'বীর' নামে পুত্র প্রসব করেন।

ভরদ্বাজ-দুহিতা দেববর্ণিনী মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবাকে বরণ করেন এবং ধনাধিপ কুবের-দেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

আদিপর্ব্বমতে গঙ্গাদ্বারে অপ্সরা ঘৃতাচীকে দর্শিয়া দ্রোণ—কলস মধ্যে ভরদ্বাজের এক বীর পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম দ্রোণ।

(চিত্রশিখণ্ডীর—পুত্র) নাম ধারণ করেন যথা—জীবঃ আঙ্গীরসঃ বাচস্পতিঃ চিত্র-শিখণ্ডিজঃ।

Jupiter was hurtured by Helike who was made the Great Bear.

(৭) গণেশবীজম্ তম্ ইমম্ গুরোঃ মন্ত্রম্ প্রকীর্ত্তিতম্। কালিকাপুরাণ

(৮) ইন্দ্র কোন ব্যক্তি-বিশেষ নহে ; যে দেবতা বা অসুর স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করেন, তিনি 'ইন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করেন। ইন্দ্রত্বের এই সার তত্ত্ব গ্রহণ না করিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অকূল পাথারে পড়িয়াছেন:—

"He (Brihaspati) is also in some of his attributes is identical Indra, al though with some inconsistency he is spoken of as distinct from although associated with him : but this may be a misconception of the Scholiast" Wilson.

(৯) মতান্তরে বৃহস্পতির ঔরসে এবং বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের ভার্য্যা মমতাদেবীর গর্ভে ভরদ্বাজের জন্ম হয়।

মহর্ষি ভরদ্বাজ বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি-মণ্ডলের (কাশ্যপীয় মণ্ডল—Cassiopeia) অন্যতম তারায় অধিষ্ঠিত আছেন। (১০)

দ্রোণ আচার্য্য।

দ্রোণ, পিতৃশিষ্য অগ্নিবেশ ঋষির নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রোণ, দ্রুপদ-রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অধিরথপুত্র কর্ণ এবং পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন আদি তাঁহার সমকালীন রাজন্য-পুত্রগণকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়া 'গুরু দ্রোণ' নামে সুবিখ্যাত হইয়া ছিলেন।

দ্রোণের সহধর্ম্মিনী কৃপী অশ্বত্থামাকে পুত্র লাভ করেন।

দ্রোণ আচার্য্য কুরুক্ষেত্রের বিরাট্ সমরে ভীষ্মের পরে দিনচতুষ্টয় কুরুসৈন্য চালনা করিয়াছিলেন।

গুরু দ্রোণের রথধ্বজে ধনু, স্বর্ণ কমণ্ডলু ও বেদি শোভা পাইত।

গুরুর যে অদ্ভুততম (১১) দীপ্তিমান্ কবচ ছিল, তাহা অস্ত্রশস্ত্রের অভেদ্য। স্বয়ম্ভুপ-রক্ষার্থে গুরু সেই কবচ দুর্য্যোধনের শরীরে বন্ধন করিয়া দিলেন।

প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামার নিধনের কল্পিত বার্ত্তা রণাঙ্গণে শ্রবণে গুরু দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবসর পাইয়া শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতৃরাজ্যাপহারক দ্রোণের শিরশ্ছেদন করিলেন। (১২)

মরণান্তে "দ্রোণাচার্য্য আকাশপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন"। (১৩)

বস্তুতঃ দ্রোণ অঙ্গিরাকুল-শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির দেহে প্রবেশ করিলেন (১৪)

তারাদর্শক।
রিপণপল্লী, যশোহর।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-দ্বন্দ্ব।

১। 'প্রবৃত্তি' 'নিবৃত্তি' নামে দুইটী যুবতী
হৃদয়মন্দিরে সদা করয়ে বসতি।
প্রবৃত্তি করিয়া দ্বেষ ধরিয়া মোহন বেশ
কহিছে, নিবৃত্তি তুমি শুনলো যতনে;
"তোমার সমান নাহি নিঠুর ভুবনে"

---

(১০) বশিষ্টঃ কাশ্যপঃ অথ অত্রিঃ জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ, বিশ্বামিত্রঃ ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ অভবন্॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩।১।৩১

(১১) "The wing of the Euphrateare Archer has become the "martial cloak" of the Ptolemaic figure. (Brown)

(১২) অর্জ্জুন, দ্রুপদরাজকে রণে পরাজিত ও বন্দী করিয়া, দ্রুপদের পাঞ্চাল-রাজ্যের উত্তরার্দ্ধ গুরুদক্ষিণা-রূপে দ্রোণকে দিয়াছিলেন। ভাগীরথীর উত্তরস্থ এই রাজ্যার্দ্ধের রাজধানী অহিচ্ছত্র নগরে অবস্থিত ছিল।

(১৩) ধানুকী দ্রোণের নক্ষত্রমণ্ডলে গমনের কথা পড়িলে পাশ্চাত্যে ধনুরাশির উৎপত্তির যে ইতিহাস প্রচলিত আছে, তাহাই মনে পড়ে; যথাঃ—

"Chiron was famous for his knowledge of shooting etc. He had for pupils the greatest heroes of his age, Achilles, Hercules, Jason, Agneas etc. And he was accidentally wounded by his pupil Hercules, and was placed by Jupiter as the constellation Sagittarius."

(Beeton)

(১৪) বৃহস্পতিম্ বিবেশ অথ দ্রোণঃ হি অঙ্গিরসাম্ বরম্। মহা ১৮।৫।১২

ধনুরাশি ধানুকী বৃহস্পতির গৃহ। সুতরাং ধানুকী দ্রোণ নক্ষত্রমণ্ডলে ধনুরাশিতে প্রবেশ করেন।

২। সতত মানবগণে দিতেছ মন্ত্রণা—
'প্রবৃত্তিকুহকে কেন পেতেছ যন্ত্রণা।
ভক্তিপথ সবে ধরি মায়ামোহ পরিহরি
ষড়রিপু বশ করি ডাক' ভগবানে,—
ইহা বিনা সুখ নাহি এই ধরাধামে।'

৩। এই তো তোমার কথা শুনি চিরদিন,
ইহাতে কি সুখ কেহ পায় কোনদিন?
সুখ আমি দিতে পারি—জেনে যত নরনারী
সতত করয়ে মম আদেশ পালন;
তোমার সন্তোষ বল কে কবে সাধন?

৪। কহিছে নিবৃত্তি-দেবী সুমধুর স্বরে
'না বুঝি আমার তত্ত্ব থাক' ঈর্ষ্যাভরে
মম বাক্য যারা ধরে, তারা সে জানিতে পারে—
কি যে শান্তি দেই আমি মানব অন্তরে!
স্বর্গসুখ ভোগে নর অবনী ভিতরে।

৫। তোমার ছলনে ভুলি মানবসকল
আপাতসুখের লাগি হইয়া চঞ্চল,
পূরাতে তোমার আশ করিয়ে সর্ব্বস্ব নাশ,
শেষে জ্ব'লে মরে সদা অনুতাপানলে,—
শান্ত রাখি তাহে আমি বৈরাগ্যের জলে!'

৬। প্রবৃত্তি বলয়ে রোষে—'শুন ওলো সতি!
না মাতি গরবে নিজ স্থির কর মতি।
কেন দর্প কর এত? জানি তব গুণ যত;—
আমি আছি ব'লে তোমা যত্ন করে নরে।
মম সম ভাগ্য-বতী কেবা ধরা 'পরে?'

৭। নিবৃত্তি হাসিয়া বলে—'প্রবৃত্তি-ভগিনি!
অনর্থ কলহে কেন হ'তেছ তাপিনী?
সরল অন্তরে বলি, তোমার আদেশে চলি,
শান্তি নাহি পায় নর—না মিটে পিপাসা।
কামনা থাকিতে শান্তি কেবল দুরাশা'!'

৮। কবি কহে কেন দ্বন্দ্ব কর অকারণ?
তোমা দোঁহা ধর্ম্মপথে আছে প্রয়োজন।
প্রবৃত্তিকে বশ করি নিবৃত্তির সঙ্গ ধরি;
ভক্তিভরে শান্তিপথে যে করে গমন;
প্রেমানন্দ পায় সেই নাহিক পতন!

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

নীতি-সার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মাতুঃ প্রিয়ায়াঃ পুত্রস্য ধনস্য চ বিনাশনম্।
বাল্যে মধ্যে চ বার্দ্ধক্যে মহাপাপ-ফলং ক্রমাৎ॥
২২৯

শ্রীমতামনপত্যত্বমধনানাং চ মূর্খতা।
স্ত্রীণাং ষণ্ডপতিত্বং চ ন সৌখ্যায়েষ্টনির্গমঃ॥
২৩০

মূর্খঃ পুত্রোঽথবা কন্যা চণ্ডী ভার্য্যা দরিদ্রতা।
নীচসেবা ঋণং নিত্যং নৈতৎষট্কং সুখায় চ॥
২৩১

নাধ্যাপনে নাধ্যয়নে ন দেবে ন গুরৌ দ্বিজে।
ন কলাসু ন সঙ্গীতে সেবায়াং নার্জ্জবে স্ত্রিয়াং॥
২৩২

ন শৌর্য্যে চ ন তপসি সাহিত্যে রমতে মনঃ।
যস্য মুক্তঃ খলঃ কিংবা নররূপ-পশুশ্চ সঃ॥ ২৩৩

মাতা, পত্নী, পুত্র ও ধনের নাশ—বাল্যে যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে হইলে ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ বাল্যে মাতৃবিয়োগ, যৌবনে পত্নীবিয়োগ ও বার্দ্ধক্যে পুত্রনাশ ও ধননাশ হইলে মহাপাপের ফল সূচিত হইয়া থাকে। ২২৯

ঐশ্বর্য্যশালীর অপুত্রতা, নির্দ্ধনের মূর্খতা, স্ত্রীলোকের ক্লীবপতি ও প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ২৩০

মূর্খ পুত্র কিম্বা মূর্খা কন্যা, প্রখরা ভার্য্যা, দরিদ্রতা, নীচসেবা, নিত্য ঋণ—এই ছয়টি সুখের কারণ হয়না। ২৩১

যাহার মন, পাঠন-পঠনে, দেবতা, গুরু, ব্রাহ্মণে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, সেবায়, সরল ব্যবহারে, স্ত্রীলোকে, বীরত্বে, তপস্যায়, সাহিত্যে

অন্যোদয়াসহিষ্ণুশ্চ ছিদ্রদর্শী বিনিন্দকঃ।
দ্রোহশীলঃ স্বান্তমলঃ প্রসন্নাস্যঃ খলঃ স্মৃতঃ॥ ২৩৪

একস্যৈব ন পর্য্যাপ্তমস্তি যদ্ ব্রহ্ম কোশজম্।
আশয়া বর্দ্ধিতস্যাস্তি তস্যান্যদপি পূর্ত্তিকৃৎ॥ ২৩৫

করোত্যকার্য্যং সংশোহন্যং বোধয়ত্যনুমো-দতে॥ ২৩৬

অন্যত্যন্যোপদেশার্থে ধূর্ত্তাঃ সাধুসমাঃ সদা।
স্ব-কার্য্যার্থং প্রকুর্ব্বন্তি হ্যকার্য্যাণাং শতন্তু তে॥ ৩৭

পিত্রোরাজ্ঞাং পালয়ন্তি সেবনে চ নিরালসঃ।
ছায়েব বর্ত্ততে নিত্যং যততে চাপনায় বৈ॥ ২৩৮

কুশলঃ সর্ব্ববিদ্যাসু সপুত্রঃ প্রীতিকারকঃ।
দুঃখদো বিপরীতো যো দুর্গুণো ধননাশকঃ॥ ২৩৯

পত্যৌ নিত্যং চানুরক্তা কুশলা গৃহকর্ম্মণি
পুত্রপ্রসূঃ সুশীলা যা প্রিয়া পত্যুঃ সুযৌবনা॥ ২৪০

পুত্রাপরাধান্ ক্ষমতে যা পুত্রপরিপোষিণী।
সা মাতা প্রীতিদা নিত্যং কুলটা মাতি-দুঃখদা॥ ২৪১

বিদ্যাপ্তযার্থং পুত্রস্য বৃত্ত্যর্থং যততে চ যঃ।
পুত্রং সদা সাধু শাস্তি প্রীতিকৃৎ সপিতানৃণী॥ ২৪২

অথবা কাব্যশাস্ত্রাদি আলোচনায় আনন্দ লাভ না করে, সে ব্যক্তি যোগী, খল কিম্বা নররূপ পশু। ২৩২, ২৩৩

যে অন্যের অভ্যুদয়ে কাতর, ছিদ্রান্বেষী, নিন্দুক, অনিষ্টকরণশীল, প্রসন্নবদন কিন্তু মনে মলিন, সে ব্যক্তি 'খল' বিবেচিত হইয়া থাকে। ২৩৪

এই ব্রহ্মাণ্ড-জনিত প্রচুর দ্রব্যের আশাতে যাহার তৃষ্ণা প্রবল হইয়াছে, অন্য বস্তু তাহার আশা নিবারণ করিতে পারেনা। ২৩৫

আশাযুক্ত ব্যক্তি,অকার্য্য করে, অকার্য্য-করণ-জন্য অন্যকে উত্তেজিত করে ও অন্যের অকার্য্যকে অনুমোদন করে। ২৩৬

ধূর্ত্তগণ অন্যকে উপদেশ দিবার সময় সর্ব্বদা সাধুর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে এবং স্বকার্য্য-জন্য শত শত অকার্য্য করিয়া থাকে। ২৩৭

যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞাপালন করে তাঁহাদের সেবাকার্য্যে আলস্যশূন্য হইয়া থাকে, সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকে, ধনলাভ বা বিদ্যালাভ-জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকে, সর্ব্ববিদ্যায় কুশল সেই পুত্র পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে, কিন্তু যে দুর্গুণ ও ধননাশক পুত্র ইহার বিপরীত আচরণ করে, সে মাতা-পিতার কেবল দুঃখ বর্দ্ধন করে। ২৩৮, ২৩৯

যে নারী পতিতে সর্ব্বদা অনুরক্তা, গৃহকার্য্যে কুশলা, পুত্রপ্রসবিনী, সুশীলা ও প্রাপ্তযৌবনা, তিনি পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন। ২৪০

যে মাতা পুত্রের অপরাধ-সকল ক্ষমা করেন ও পুত্র-পোষণ-কার্য্যে তৎপরা, সে মাতা, সর্ব্বদা আনন্দ-দায়িনী হইয়া থাকেন; কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত কুলটা মাতা দুঃখ-দায়িনী হইয়া থাকেন। ২৪১

যে পিতা পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য ও জীবিকার জন্য যত্ন করেন ও পুত্রকে সর্ব্বদা সৎ উপদেশ দেন, সে পিতা প্রীতি-বর্দ্ধনকারী ও অনৃণী। ২৪২

যঃ সহায়ং সদা কুর্য্যাৎ প্রতীপং ন বদেৎ ক্বচিৎ।
সত্যং হিতং বক্তি যাতি দত্তে গৃহ্ণাতি মিত্রতাম্ ॥ ২৪৩

নীচস্যাতিপরিচয়ো হ্যন্য-গেহে সদা গতিঃ।
জাতৌ সঙ্ঘে প্রাতিকূল্যং মানহান্যৈ দরিদ্রতা ॥ ২৪৪

ব্যাঘ্রাগ্নিসর্পহিংস্রাণাং ন হি সজ্বর্ষণং হিতম্।
সেবিতস্যাস্তু রাজ্ঞোঽপিতে মিত্রাঃ কস্য সন্তি কিম্ ॥ ২৪৫

দৌর্ম্মনস্যং চ সুহৃদাং সুপ্রাবল্যং রিপোঃ সদা।
বিদ্বৎস্বপি চ দারিদ্র্যং দারিদ্র্যে বহ্বপত্যতা ॥ ২৪৬

ধনি-গুণি-বৈদ্যানৃপজলহীনে সদা স্থিতিঃ।
দুঃখায় কন্যকাপ্যেকা পিত্রোরপি চ যাচনম্ ॥ ২৪৭

সুরূপঃ সধনঃ স্বামী বিদ্বানপি বলাধিকঃ।
ন কাময়েদ্ যথেষ্টং যৎ স্ত্রীণাং নৈব সুসৌখ্যকৃৎ ॥ ২৪৮

যো যথেষ্টং কাময়তে স্ত্রী তস্য বশগা ভবেৎ।
সৎকারণাল্লালনাচ্চ যথা যাতি বশং শিশুঃ ॥ ২৪৯

কার্য্যং তৎ সাধকাদীংশ্চ তদ্ব্যয়ং সুবিনির্ণয়ম্।
বিচিন্ত্য কুরুতে জ্ঞানী নান্যথা লঘ্বপি ক্বচিৎ ॥ ২৫০

ন চ ব্যয়াধিকং কার্য্যং কর্ত্তুমীহেত পণ্ডিতঃ।
লাভাধিক্যং যৎক্রিয়তে তৎ সেব্যং ব্যবসায়িভিঃ।
মূল্যং মানঞ্চ পণ্যানাং যাথাত্থ্যান্ন্যস্তে সদা ॥ ২৫১

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাহায্য করেন, কখন ও প্রতিকূলবাক্য-প্রয়োগ করেন না, সত্য ও হিত বাক্য বলেন, তিনি যথার্থ মিত্র। ২৪৩

নীচ ব্যক্তির সহিত অত্যন্ত পরিচয়, সর্ব্বদা অন্যগৃহে গমন, ব্রাহ্মণাদি জাতি-সমূহে প্রতিকূলাচরণ ও দরিদ্রতা—মান-নাশের জন্য হইয়া থাকে। ২৪৪

ব্যাঘ্র, অগ্নি, সর্প ও হিংস্রজন্তুগণকে আক্রমণ মঙ্গলজনক হয় না, রাজাকে সেবা করিলেও কখনও তিনি মিত্র হন না; ইহারা কখনও কি মিত্র হইতে পারে? ২৪৫

বন্ধুদিগের দুঃখিতমন ও শত্রুর সর্ব্বদা প্রবলতা, বিদ্বান্ ব্যক্তিরও দারিদ্র্য, দরিদ্র-ব্যক্তির বহু সন্তান-সন্ততি; ধনী, গুণী, বৈদ্য, রাজা ও জলহীন স্থানে সদা অবস্থিতি; একটি কন্যা, এমন কি মাতাপিতার নিকট যাচ্ঞাও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ২৪৬। ২৪৭

রূপবান্, ধনশালী, বিদ্বান্ ও বলবান্ হইলেও যদি স্বামী পত্নীর প্রতি যথেষ্ট প্রণয় প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তিনি পত্নীর সুখকর হন না। ২৪৮

যে পতি পত্নীতে যথেষ্ট প্রণয় প্রদর্শন করেন, যেরূপ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ ও লালন-পালন করিলে বশবর্ত্তী হয়, পত্নী, তদ্রূপ তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। ২৪৯

জ্ঞানী ব্যক্তি কোন্ কার্য্য কিরূপে সাধিত হইবে ও সেই কার্য্যে কত-ব্যয় হইবে, উত্তমরূপে বিচার করিবেন; এরূপ না করিয়া সামান্য কার্য্যও করিবেন না। ২৫০

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যয়াধিক কার্য্য কখনও করিবেন না; যে কার্য্য করিলে অধিক লাভ হইবে, সেই কার্য্য করিবেন। পণ্য-দ্রব্যের মূল্য ও পরিমাণ যথাযথ নিয়মে নির্দ্ধারণ করিবেন। ২৫১

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ।

সুলভ ঔষধ। 'এড্‌ভোকেট্ অব্ ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ—উৎকট বিষের সুলভ ঔষধ সর্ব্বত্র বিরাজমান! বিষধর-দংশনে প্রতিবর্ষে দেশের অসংখ্য নরনারী প্রাণত্যাগ করিতেছে! চিকিৎসকগণ এ পর্য্যন্ত আশীবিষ-বিষবেগের প্রতিষেধে সক্ষম হন নাই! অপরদিকে রুদ্রমূর্ত্তি প্লেগের প্রকোপে বহু জনাকীর্ণ নগর, উপনগর, গ্রাম—শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে! এক্ষেত্রেও চিকিৎসক-বর্গের প্রাণপণযত্ন বিফলতা-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। সর্পবিষ, প্লেগবিষ—দুইই ভীষণ বিষ। এই দুই প্রাণনাশক বিষের প্রতিষেধকরূপে সম্প্রতি যে ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজলভ্য ও সর্ব্ববিধ ঔষধ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক-ভাবে বিরাজিত আছে। বস্তুটী কেঁচোর রস। কেঁচো বা ভূমিলতা সর্ব্বত্রই মাটীর মধ্যে আছে। অনায়াসেই পাওয়া যায়। কেঁচোর দেহ হইতে একরূপ উজ্জ্বল রস বহির্গত হয়,—এই রস জলের সঙ্গে মিশাইয়া সর্পদষ্ট রোগীকে ৩।৪বার খাওয়াইলেই বিষবেগ নিবারিত হয়। প্লেগবিষেও কেঁচোর রস বিশেষ ফলপ্রদ। সকলেই এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যদি সত্যই 'কেঁচোর রস" এরূপ উপকারী হয়, তবে অবশ্যই বলিব,—ভগবানের লীলা বোঝা কঠিন! সর্প কেঁচোর কাছে পরাজিত হইল! বোধহয় জগতে সর্প অপেক্ষা কেঁচো অনেক অধিক আছে!

সম্রাটের শুভাগমন। অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর মহামহিম ভারতসম্রাট্ শ্রীযুক্ত পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয় ও সম্রাটমহিষী মেরী মহোদয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ সমীপস্থ দিল্লীনগরীতে আসিয়া রাজভক্ত ভারতবাসীর ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। সম্রাট্ মহোদয়ের সহিত সপত্নীক লর্ড ক্রু এবং রাজপরিবারের ২৬ জন ব্যক্তি আসিবেন। আগামী ২রা ডিসেম্বর মহনীয় সম্রাট্ বম্বে বন্দরে উপনীত হইবেন। ৭ই ডিসেম্বর বম্বে হইতে দিল্লী পৌঁছিবেন, ১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে মহাসমারোহে সম্রাটের 'দরবার' হইবে। ১৬ ডিসেম্বর সম্রাট্ নেপাল যাত্রা করিবেন, ১৮ ডিসেম্বর নেপালে উপস্থিত হইবেন। সম্রাটমহিষী নেপালযাত্রী সম্রাট্ মহোদয়ের সঙ্গে থাকিবেন না। তিনি ১৬ ডিসেম্বর আগরায় আসিবেন। তিনি আগরার পরে সম্ভবতঃ রাজপুতনা এবং মধ্যভারত ভ্রমণ করিবেন। অতঃপর ২রা জানুয়ারি সম্রাট্ মহোদয় ও সম্রাটমহিষী সম্মিলিত হইয়া ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিবেন। *এই দিনতালিকার পরিবর্ত্তনও হইতে পারে! রাজভক্ত ভারতসন্তান! রাজদর্শনে সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও পুণ্যলাভ—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, এই অমূল্য সিদ্ধান্তের সম্মান-রক্ষার্থে তোমার উন্নিদ্র নয়ন ও আনন্দোচ্ছল অন্তঃকরণ যেন যথাকালে প্রস্তুত থাকে!

'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।' যুক্তপ্রদেশের আগ্রার দুইজন একাওয়ালা ভুরিয়া নাম্নী এক চামারজাতীয়া যুবতীর সতীত্বনাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। উক্ত প্রদেশের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে কাযকিরক

পাষণ্ডদ্বয়ের দণ্ডবৃদ্ধি হইয়াছে। আশ্রয়-প্রার্থিনী ভুরিয়ার সর্ব্বনাশ করিয়া এই নরপশুদ্বয় যে দণ্ড প্রাপ্ত হইল, তাহা অত্যল্প না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে ভরসার কারণ দেখিতে পাই না। যতদিন মানব ধর্ম্মলাভ না করিবে, যতক্ষণ প্রকৃত সংযমের সুখ-কর স্বাদ না পাইবে, ততদিন বা ততক্ষণ যত তীব্র দণ্ডভোগ করুক্ না কেন, পিশাচ-প্রবৃত্তির দমন-সাধনে সমর্থ হইবে না। দণ্ডের তীব্রতা সুযোগের পথ রুদ্ধ করে না। হৃদয় সমুন্নত না হইলে ভীষণ দণ্ডও কোমল কুসুম-বাণের কাছে পরাজিত হয়। সুনীতি ও সদ্ধর্ম্মের প্রচার ইহার অমোঘ ঔষধ।

হিন্দু বিবাহ-সংস্কার। কিছুদিন পূর্ব্বে রিপণ কলেজগৃহে নেতৃবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভাধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেশবদেব শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সভায় হিন্দু বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের দোষকীর্ত্তন ও যৌবনবিবাহের গুণকীর্ত্তন করেন। রাজনীতির সুদীর্ঘ বক্তৃতা আর এখন বড় শোনা যায় না! নেতারা এখন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাতের অবসর পাইয়াছেন। এভাবের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা অনেকদিনই হইতেছে; কাজের পরিচয় ত বড় দেখিনা! মনে খট্‌কা লাগে, তবে কি ইঁহারা যথার্থ 'সমাজের নেতা' নহেন!

ফুটবলে আনন্দ। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় গড়ের মাঠে মোহনবাগানের ফুটবল্-খেলোয়ারগণ সাহেব-খেলোয়ারগণকে হারাইয়া দিয়াছেন! এই উপলক্ষ্যে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। কেহ আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিতেছেন "এই যুবকগণ দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের সমক্ষে দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতির এইরূপে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করুক্!" আমরা এইরূপ আনন্দপ্রকাশেই অধীর হইতে চলিলাম! ভাগ্য!!

পদকোপহার। দিল্লীর 'দরবার' উপলক্ষে ভারতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী-গণকে 'পদক' দেওয়া হইবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইসকল পদক বিলাতী পদকের অনুরূপই হইবে। প্রথমে কথা হয়, পদকের উপরে সংস্কৃতভাষাতেই বিবরণ লিখিত হইবে, এখন নাকি ঠিক্ হইয়াছে, উহা পারস্য-ভাষায় হইবে। দেবভাষা সংস্কৃতের 'তে হি দিবসা গতাঃ' সুতরাং ইহাতে ক্ষোভের কারণ থাকিলেও বলিবার কিছুই নাই; কারণ—"মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।"

ম্যারেজ্ বিলের প্রতিবাদ। বোম্বের হিন্দুসাধারণ, বোম্বে সহরে সভা করিয়া, ভুপেন্দ্র-বাবুর প্রস্তাবিত ম্যারেজ বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সভার অভিমত এই যে, গবর্ণ-মেণ্ট যেন হিন্দুদের ধর্ম্মাচারে হস্তক্ষেপ না করেন!

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

মায়াবাদ।—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক বিবৃত। ডবল ক্রাউন্ ষোড়শাংশিত ১০০ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। মায়াবাদ ভারতের গৌরব। এই মায়াবাদই অদ্বৈতবাদ, অনির্ব্বচনীয়তাবাদ প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্কর এই মায়াবাদেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়, জটিল মায়াবাদকে সরল করিয়া বুঝাইয়াছেন। মায়াবাদের প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে তিনি ন্যায়-বৈশেষিকের আরম্ভবাদ এবং সাংখ্য-যোগের পরিণামবাদ সংক্ষেপে বুঝাইয়াছেন। শেষে মায়াবাদের কুঠারে সকল বাদবৃক্ষ ছেদন করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ বঙ্গভাষায় সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি-বর্দ্ধন এবং বঙ্গীয় পাঠকের মহোপকার-সাধন করিয়াছেন—এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। তবে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির দারিদ্র্যবশতঃ গ্রন্থের কয়টি স্থানের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি নাই। তর্কভূষণ মহোদয়ের ন্যায় মনীষি পণ্ডিতের বিবৃতিতে দোষস্পর্শ আছে—মনে করি না, নিজেদের অজ্ঞতাকেই উহার কারণ মনে করি। মায়াবাদির মতে জগৎ অসৎ—মিথ্যা—মায়াময়। মায়াবাদ গ্রন্থে তর্কভূষণ মহাশয় (৫৭ পৃষ্ঠায়) জগৎকে 'অলীক' বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ৫৬ পৃষ্ঠায় গগনকুসুমকে অলীক বলিয়াছেন,—আবার ৫৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"যাহা পূর্ব্বে ছিল না এবং যাহা পরেও থাকিবে না, কেবল মধ্যে কিছু কালের জন্য যাহা ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে, তাহারই নাম ত অলীক।" গগনকুসুম, শশবিষাণ অলীক—ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু "মধ্যে কিছু কালের জন্য" "ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে" না। জগৎ অসৎ বা মিথ্যা—ইহা বেদান্তশাস্ত্রে আছে—কিন্তু জগৎ অলীক—একথা বেদান্তশাস্ত্রে আছে কি? যদি "অসৎ"কে অলীক বলা হইয়া থাকে, তবে জগৎকে "অসৎ" বলা সঙ্গত কি? শশবিষাণাদিকে "অসৎ" বলিলে, জগৎকে অসৎ না বলিয়া—'সৎও নয় অসৎও নয়—অনির্ব্বচনীয়' বলা সঙ্গত নহে কি? ৭৪ পৃষ্ঠায় পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহাশয় মায়াবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইহার উদ্দেশ্য স্থাপন নহে, ইহার উদ্দেশ্য খণ্ডন; ইহা বিশদভাবে দেখাইয়া দেয় যে—জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল সিদ্ধান্তই ভ্রমমূলক।" বড়ই আশঙ্কার কথা। মায়াবাদ যদি পরমত-খণ্ডনেই পরিসমাপ্ত হয়, অদ্বৈতস্থাপনে পর্য্যবসিত না হয়, তবে মায়াবাদ 'বাদ' হয় না, 'বিতণ্ডা' হইয়া যায়। কেবল খুঁৎ ধরিতে পারে—কোনও সিদ্ধান্ত প্রচার করে না, এরূপ মায়াবাদে শান্তি বা বিশ্রামের স্থান আছে কি? জগদুৎপত্তিবিষয়ক সকল মতই ভ্রান্ত, কিন্তু এক অবিনশ্বর জ্ঞানময় আত্ম-স্বরূপে এই জগৎ কল্পিত—এই মায়াবাদীর

নিরপেক্ষ-মতও কি ভ্রমমূলক? মায়াবাদী অজ্ঞানকে ছাড়িতে পারেন নাই ত! উপসংহারে [১৮] পৃষ্ঠায় তর্কভূষণ মহাশয়ও বলিয়াছেন—"স্বকীয় অজ্ঞতার জ্ঞানই মানবীয় জ্ঞানের শেষসীমা।" সুতরাং কেমন করিয়া বলা যায় যে, মায়াবাদ সর্ব্বশেষে এক অনন্ত অজ্ঞতা-জ্ঞানের আশ্রয়চ্ছায়ায় বিশ্রাম-লাভ করে নাই? শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" পড়িলে আপাততঃ মনে হয়, মায়াবাদ বুঝি কেবল খণ্ডনই করে, স্থাপন করে না, কিন্তু শ্রীশঙ্কর এবং মধুসূদন সরস্বতীপাদ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি মায়াবাদিগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে শত শত স্থানে "এষ বেদান্তসিদ্ধান্তঃ" "অখণ্ডং সচ্চিদানন্দস্বরূপং ব্রহ্ম সিদ্ধমিতি স্থিতম্" এই ভাবের লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মায়াবাদকে শুধু খণ্ডনস্বরূপ না বলিয়া চরম-সিদ্ধান্ত-স্বরূপ বলিলে সমধিক সঙ্গত হইত না কি? "যস্যামতং তস্য মতং" ইত্যাদি বাক্যকে ভঙ্গ্যন্তরে মায়াবাদ-গ্রন্থে মায়াবাদের উৎস বলা হইয়াছে, কিন্তু নাসদীয় সূক্তের "নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ" প্রভৃতি বাক্যকে মায়াবাদের পরিস্ফুট মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নয় কি? আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ঐরূপ করাই ঠিক বোধ হইল। আরও কতিপয় স্থলে আমাদের সন্দেহ আছে। পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহোদয় আমাদের গুরুকল্প—আশা করি, পুনঃসংস্করণে যাহাতে আমাদের ন্যায় স্থূলধী ব্যক্তিরাও ভালরূপে বুঝিতে পারে—সন্দেহে না পড়ে, সেইভাবে বিবৃত করিয়া, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার সমধিক সদ্ব্যবহার করিবেন। গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে। আরও সুন্দর হইলে আমাদের আশা মিটে।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিত। বেঙ্গল্ ন্যাশানাল্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় বিরচিত। এই গ্রন্থ দেশীয় এণ্টিক্ কাগজে মুদ্রিত, ৬খানি সুরঞ্জিত চিত্রে শোভিত, ও ১৪৭ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। বঙ্গগৌরব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া, গ্রন্থখানির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবিতা-রচনায় বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। অঙ্গ ভাষার রত্ন-ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া যাঁহারা বঙ্গভারতীর চরণে অর্ঘ্য দিয়াছেন, কবি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যেও অগ্রণীত্ব লাভের অধিকারী। সুতরাং তাঁহার জীবন কথা জানিবার জন্য বঙ্গভাষাভাষী লোকমাত্রেরই আগ্রহ থাকা উচিত। কবির উপযুক্ত জীবন-চরিত না থাকায় অনেকে আগ্রহ-সত্ত্বেও সে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। এতদিনে সেই অভাব—অসুবিধার পূরণ হইল। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ণের জন্য বহুস্থানে ভ্রমণ, বহুলোকের নিকট হইতে বিবরণ-সঙ্কলন ও বহু ক্লেশস্বীকার করিয়া পুরাতন-পুস্তক-সংগ্রহ ও অধ্যয়ন-সমালোচনাদি করিয়াছেন—এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাইতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ধার্ম্মিক, বিশ্বাসী, সংস্কারক, সমরজ্ঞ, আড়ম্বরশূন্য ও অকপটহৃদয় কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাইয়াছেন। আমরা এই পুস্তকে সামাজিকজীবন, নৈতিকজীবন ও ধর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে যত পরিস্ফুটভাবে দেখিতে

পাইয়াছি, কবিতার ভিতর দিয়া ততটা সুব্যক্তভাবে দেখিতে পাই নাই! কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য-সমালোচনা, গ্রন্থকার এত সংক্ষেপে ও এত সংকুচিত করিয়াছেন, যে, তাহার মধ্যে কাব্যের প্রকৃষ্ট উপভোগের অবসরই নাই, কাব্যের পরিচ্ছেদে কবিকে উপভোগ করা ত দূরের কথা! এজন্য, গ্রন্থকারের উপর অভিসন্ধি আরোপ করিতে চাই না, কিন্তু কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় না দিলে কবির যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না;—কারণ যাঁহারা কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের নিকট আরও প্রত্যাশা করে—কথাটা না বলিয়া পারি না। গ্রন্থ-বিস্তৃতি-ভয়ে যদি গ্রন্থকার সংক্ষেপে কাব্য-সমালোচনার প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য বক্তব্য নাই। মাইকেল মধু-সূদনের চরিতাখ্যায়ক পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী ভাল রূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থ অতটা সুন্দর হইয়াছিল। আমরা আশা করি, গ্রন্থকার পরসংস্করণে এই অসম্পূর্ণতা দূর করিতে প্রয়াস পাইবেন। অবশ্য একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। কৃষ্ণ-চন্দ্রের মহত্ব পুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে! একদিকে যেমন সদ্ভাব শতক-প্রণয়নের পরদিন জীবলীলা শেষ করিলেও কৃষ্ণচন্দ্র গৌরবমণ্ডিত হইয়া মরিতেন, অপর-দিকে তেমনি কবিতা না লিখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেও তিনি 'মহা প্রাণ মানব' বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিতেন, তাহার সন্দেহ নাই; কৃষ্ণচন্দ্র মানুষ ছিলেন, মানুষ দোষশূন্য হয় না, সুতরাং তাঁহারও দোষ ছিল। কিন্তু, কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে এমন বহু শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় গুণ ছিল, যেগুলি অধুনাতন সমাজে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গবাসী বঙ্গের অমরকবি কৃষ্ণচন্দ্রের সমুচিত সম্মান করিলে, আমরা আনন্দিত হইব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণচন্দ্রের বাসস্থান সেনহাটী পূর্ব্বে যশোহরের অন্তর্গত ছিল। (তখনও 'খুলনা' জেলা হয় নাই।) কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রও যশোহর। আবার যশোহরের মহাকবি মধুসূদন ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র—দারিদ্র্যের জ্বালাময় অনলে আত্ম-জীবন আহুতি দিতে বাধ্য হইয়া কবি-পরি-ণতির সাদৃশ্যও দেখাইয়া গিয়াছেন,—সুতরাং যশোহরবাসীর নিকট কৃষ্ণচন্দ্রও মধুসূদনের ন্যায় 'আপনার' বিবেচিত হইতে পারেন। যশোহরবাসী—কৃষ্ণচন্দ্রের সদ্ভাবশতকাদি গ্রন্থের ও এই জীবনচরিতের আদর করিলে কর্ত্তব্য-পালনই করিবেন।

বৈশ্য-পত্রিকা। ১৩২৮ শ্রাবণ। প্রথমবর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রাবণের বৈশ্য-পত্রিকা-পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। বৈশ্যপত্রিকা ক্ষুদ্রকায়া হইলেও প্রবন্ধগৌরবে মহীয়সী। বঙ্গ-সাহিত্যের কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখক ইহার জন্য লেখনীচালনা করিতেছেন। 'বারুজীবির বর্ণোচিত আচার' প্রবন্ধটী সারবান্। বর্ণাচারগ্রহণ ব্যতীত প্রকৃতি উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। উদীয়মান ভাবুক-লেখক শ্রীমান্ কুমারবিক্রম মজুমদারের 'আমি একা' প্রবন্ধটী গভীর চিন্তার পরি-চায়ক। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও সুন্দর হইয়াছে। বৈশ্য-পত্রিকা উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করুক, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি। আমাদের বিশ্বাস, অচিরে এই পত্রিকা বঙ্গীয় বৈশ্যকুলের পরমাদরের সামগ্রী হইবে।

এরূপ এতদ্ অধিক পরিমাণে আছে যে ইহা সেবনে একমাস কালের মধ্যেই শরীরের ভার পূর্বাপেক্ষা ৫০ সের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দেহ মোটা ও পেশী সবল ও কর্মঠ হয় এবং শক্তি ও সামর্থ্য শতগুণে বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য ইহার গুণ ব্যবহারেই বুঝিতে পারিবেন। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৸০ টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি একত্রে মাশুল সহ ৪৷০ টাকা।

জ্বরের বড়ী—নূতন, পুরাতন, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃত প্রভৃতি জ্বরের আশু ও স্থায়ী ফলদায়ক আয়ুর্বেদ সমস্ত অব্যর্থ মহৌষধ। ইহাতে রীতিমত বন্ধমল বহির্গত হইয়া যায় পরে জ্বর নিশ্চয়ই ২।১ দিনের মধ্যে বন্ধ হয়। জ্বর বন্ধ হইলে কুইনাইনের ন্যায় বান্ধাবান্ধি নিয়মাধীন থাকিতে হয় না। ইহাতে পুনরাক্রমনের ভয় থাকে না। ইহা উপকারিতায় কুইনাইন ও অপর পেটেণ্ট ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ১কৌটা ৸০ আনা মাশুল ।০ আনা।

শ্রীমন্ত দাদমারী—২৪ ঘণ্টায় যে প্রকারের দাদ হউক না কেন বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। দুই এক দিন বেশী ব্যবহার করিলে পুনরায় আর কখনও হইবেক না ইহা নিশ্চিত। ইহা পারদাদি দূষিত দ্রব্য বর্জ্জিত। এক কৌটায় অনেক লোক সারিতে পারে। মূল্য বড় কৌটা ।০ আনা ছোট ৵০ আনা।

মকরধ্বজ—ইহার গুণ কাহারও অবিদিত নাই। মকরধ্বজ এখন বড় বড় ডাক্তারদিগেরও নিদানের সম্বল হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলে ইহা কৃত্রিম করিয়া ইহার গৌরব নষ্ট করিতেছেন। আমাদের মকরধ্বজ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ কিনা একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য অতি সুলভ, ভরি ৮৲ টাকা মাত্র।

ক্রিমিকুঠার রস—ক্রিমির পক্ষে ইহা অমোঘ ও অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা ২।৩ বার সেবন করিলে ক্রিমি জনিত সকল প্রকার ব্যাধির আশু ও আশ্চর্য্য উপশম হয়। ব্যবহারেই বুঝিতে পারিবেন।

কলেরাসব—প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে Diarrhoea হইতে কলেরা আসিয়া পড়ে। এরূপ স্থলে আমাদের "কলেরাসব" বিশেষ ফলপ্রদ। পাতলা দাস্ত হইতেই যদি ২।১ বার সেবন করা যায় তবে উক্ত ভয়ঙ্কর ব্যাধির আক্রমণের ভয় থাকেনা এবং ক্রমে ক্রমে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

শ্রীমন্ত বাত তৈল—বহুকালের পুরাতন ও নূতন যে কোন প্রকারের আমবাত বা বাত বেদনা এবং তজ্জনিত ফোলা, বেদনা, কনকনানি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাত অতি সত্বর নিশ্চয় নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। মূল্য ১শিশি ১৷ টাকা।

উপরিউক্ত ঔষধগুলিতে লিখিতমত উপকার না দর্শিলে মূল্য ফেরত দিব।

এতদ্ভিন্ন এই ঔষধালয়ে শ্রীমন্ত ভেদী বটী, মনোরঞ্জন মোদক, শ্রীমন্তকেশী তৈল, কামিনী মঙ্গল, অগ্নিবৃদ্ধি চূর্ণ, শিরোশান্তি ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট ও ঔষধ বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত ও সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। সকল ঔষধেরই বিশুদ্ধতার জন্য আমরা দায়ী থাকি।

'কবিরাজী চিকিৎসা' প্রণেতা
কবিরাজ শ্রী[illegible]
ঠিকানা—'ম্যানেজার' শ্রীমন্ত ঔষধালয়।
৩নং আনন্দ চাটার্জ্জির লেন
বাগবাজার কলিকাতা।

হিন্দুপরিবার ফণ্ড।

HINDU FAMILY ANNUITY FUND.

No. 1, Mirzapore Street, Calcutta

ESTABLISHED A. D. 1872,

For Hindus either by Nationality Bengali or Domiciled in Bengal proper

ACCUMULATED CAPITAL Rs. 10,00,000,

Maximum pension for a single Relative Rs. 30. Do. Do. for two or more Relatives Rs. 80 per month.

ADVANTAGES.

1. Directors (including the Secretary) are elected annually by the subscribers.

2. All receipts are deposited with the Government of India and funds are held in Government Paper.

3. Subscriptions are received at all Government Treasuries and those of Govt. servants & Pensioners, can be deducted, from their salaries and pensions.

4. Subscribers of five years' standing and over are entitled to partial refund in the event of the death of their nominee.

5. Remission to the extent of one half of their annual subscription is granted to all subscribers on completion of their 25th year of payment.

6. Subscribers over ten years' sanding are entitled to special benefits.

TABLE OF RATES.

Age of Subscribers.	Age of wife or widowed relative	Monthly subscription for a pension of Rs 5 per month. Rs.	As.	P.
15	12	1	6	0
30	22	1	10	6
40	34	2	3	0

No person above the age of 50 is elligible.

For rates for children, parents and other relatives see the table attached to the Rules of the fund, For other informations and terms for application please apply to:—

Pran Kissen Bose,

SECRETARY.